

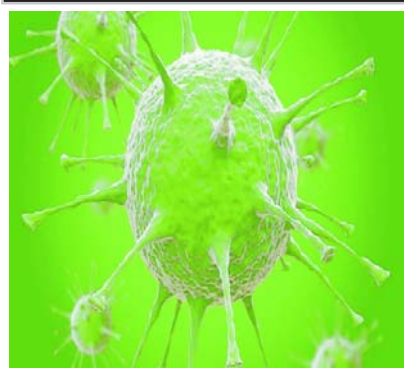
সংবাদ পত্র পাবেন এই লিঙ্কেও



@tripurabhabishyat



@tripurabhabishyat



ফু ভাইরাস আতঙ্ক

বিশ্বে এই প্রথম এইচ-৩এন-৮ বার্ড ফু ভাইরাসে মহিলার মৃত্যু! সব আক্রান্তই চিনের, জানাল হু। এইচ-৩এন-৮ বার্ড ফু ভাইরাসে চিনে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এই প্রথম এই ভাইরাসটির সংক্রমণে কোনও মহিলার মৃত্যু হল। তবে ভাইরাসের এই স্ট্রেনটি মানুষের মধ্যে সংক্রামক নয় বলেই আশ্বস্ত করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তাছাড়া এই স্ট্রেনটি সচরাচর মানুষের দেহে দেখা যায় না বলেও জানানো হয়েছে।

Tripura Bhabhishyat, Bengali Daily, Agartala Year 32, Issue : 101: Thursday, 13th April, 2023, সংখ্যা- ১০১ : ২৯শে চৈত্র, ১৪২৯ বাংলা, বৃহস্পতিবার : মূল্য ৫ টাকা Online e-paper : www.tripurabhabhishyat.in

প্রধানমন্ত্রীর পদের দাবী ছাড়তে রাজী রাহুল!

সংবাদ সংস্থা : কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে একাবদ্ধ লড়াই করতে দিল্লিতে বৈঠক করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগের উপস্থিতিতে হওয়া বৈঠকে উপস্থিতি ছিলেন জনতা দল ইউনাইটেড এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলের শীর্ষ নেতারা। বৈঠকে উপস্থিতি ছিলেন কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমার, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি চেয়ারম্যান তেজস্বী যাদব। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেডিইউ সভাপতি রাজীব রঞ্জন সিং,

খুব অন্যরকম গরম!

ডাঃ কনক চৌধুরী

সাবধান, সুধী। ১) সর্বোচ্চ ৩৯°, সর্বনিম্ন ২৩° সেলসিয়াস। ঘাম খুব কম। চৈত্র মাসের শেষ দিকে এটা আমাদের পরিচিত আবহাওয়া নয় শরীর থেকে দ্রুত জল বেড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না। ২) এখন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ৩-৪ লিটার জল সারাদিনে প্রয়োজন হবে। ৩) খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবেন না গুলেও ছাড়া বাবহার করুন। ৪) ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে তৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা করবেন না। কোল্ড ড্রিংকস, তথাকথিত প্যাকেটজাত ফলের রসে চিনি ও গ্যাস ছাড়া আর কিছু আছে

২য় পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা দর্পণ - ৫০

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: "ত্রিপুরা দর্পণ" পত্রিকা পঞ্চাশ বছরে পা দিচ্ছে আগামী ১লা বৈশাখ। ১৯৭৪ সালের "জনযুগ" নাম নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে এসে নাম বদলে "ত্রিপুরা দর্পণ"। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যা এখন সুবর্ণ জয়ন্তীর দোরগোড়ায়। এই অর্ধ-শতাব্দী সময়ে রাজ্যের সবদপের জগতে "ত্রিপুরা দর্পণ" সবসময়েই একটু ব্যতিক্রমী থেকে মানুষের কাছাকাছি গিয়ে জীবন সত্যের নিরন্তর খোঁজ করে গেছে। যে প্রবহমানতা "ত্রিপুরা দর্পণ" পরিবারের মূল চেতনা, প্রধান উপজীব্য। সেই চেতনার চর্যা আপাত বা-চক্কে কোনে উদ্যোগ ছাড়াই মানুষের বাস্তবিক মননের ও আগ্রহের কাছাকাছি থাকা সম্ভার নিয়ে "ত্রিপুরা দর্পণ" পরিবার "সুবর্ণ ২য় পাতায় দেখুন

২য় পাতায় দেখুন

সিপিএমের অভিমুখ জীতেন থেকে মানিকে ধাবিত হচ্ছে কি

সমর চক্রবর্তী

সম্প্রতি, ত্রিপুরায় যে দলের নেতা-এই ক'দিন আগে ভোটের সময়ে রাজ্যের হাটে বাজারে বলে বেড়িয়েছিলেন যে, রাজ্যবাসী খুব সহসাই একজন অ-বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছেন-সেই নেতাই ক'দিন পরে যে মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে পরিবর্তনের স্বপ্ন ফেরি করে বেড়িয়েছিলেন- সেই নেতাকেই

আজ পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে হল। এটাই স্বপ্নভঙ্গের বাস্তব পরিহাস। ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিধায়ক ও সিপিএম দলীয় সম্পাদক জীতেন চৌধুরী ১০ এপ্রিল, সন্ধ্যা আরো কয়েকজন রাজ্য নেতাকে নিয়ে যে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির আয়ুর সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল সেই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃমানিক সাহার সরকারি বাস



ভবনে বিভিন্ন দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশনে মিলিত হন। সঙ্গে অবশ্যই নিয়ে এসেছিলেন সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকেও। অবশ্য, সঙ্গে করে যে, কে কারে নিয়ে এসেছিলেন-বলা শক্ত দলীয় রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী পলিটব্যুরো সদস্য মানিক বাবুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, না মানিক বাবু, জীতেন বাবুকে

২য় পাতায় দেখুন

বিরোধী ঐক্যের মহড়া



আরজেডি সাংসদ মনোজ কুমার বা। বৈঠকের পরে সংবাদ মাধ্যমকে খাড়াগে বলেন এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক বৈঠক। আসন্ন নির্বাচনে সব বিরোধী দলকে

একত্রিত করতে এই বৈঠক ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে রাহুল গান্ধী বলেছেন, বিরোধী দলগুলিকে একত্রিত করতে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া

হয়েছে। তিনি আরও বলে এটি একটি প্রক্রিয়া, এটি দেশের প্রতি বিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগে টুইটারে বলেছেন বিরোধী

নেতারা জনগণের আওয়াজ তুলতে এবং দেশকে নতুন নিক নির্দেশ করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সবাই

২য় পাতায় দেখুন

দেশের একজন বাদে সব মুখ্যমন্ত্রীরাই কোটিপতি, রিপোর্ট এডিআরের!



একবার রিপোর্টে চোখ রাখুন, তাহলেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। যে ৩০ জন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে তালিকা তৈরি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ২৯ জন কোটিপতি। আর তাদের গড় সম্পদ হল ৩৩.৯৬ কোটি টাকা। এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস বা এডিআর-এর নির্বাচনী হলফনামা বিশ্লেষণ করে। সর্বশেষ এডিআর

২য় পাতায় দেখুন

মেধাবী অস্মিতা পেল সরকারী সাহায্য

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : জনতার সেবায় আবারো পুরনো মেজাজ ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। বুধবার সকালে আগরতলার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী লেন স্থিত মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভাট্টে দীর্ঘ সময় ধরে শুনলেন জনতার নানা অভাব অভিযোগ। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, ওএসডি প্রবানন্দ সরকার ব্যানার্জী সহ অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত লোকদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সাথে

২য় পাতায় দেখুন



সক্রিয় দালাল চক্র, রাজ্যে

গণহারে ঢুকছে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : তেলিয়ামুড়ায় বিএসএফ ইন্টেলিজেন্সের হাতে শিশু, মহিলা সহ আটক মোট পাঁচ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী। ঘটনার জেরে মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা

তেলিয়ামুড়া'য়। ঘটনা সোমবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন কিশাবাড়ি স্থিত রেলস্টেশন চত্বরে ঘটনার বিবরণে জানা যায়,, বিএসএফের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কর্মীদের তৎপরতায় তেলিয়ামুড়া

কিশাবাড়ি রেলস্টেশন চত্বরে অভিযান চালিয়ে শিশু মহিলা সহ মোট পাঁচজনের কথাবাতায় অসংলগ্নতা প্রত্যক্ষ করে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুলিশের কাছে আসে তারা আদতে বাংলাদেশী

রোহিঙ্গা। তারা অবৈধ ভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। এরপর বিএসএফ ইন্টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চের কর্মীরা আটককৃত তাদের তেলিয়ামুড়া রেল পুলিশের কাছে

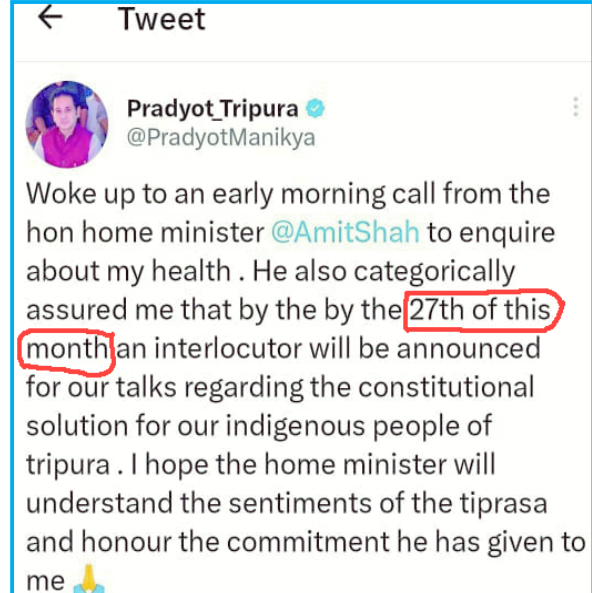
২য় পাতায় দেখুন



খবরের শেষ কথা

বাঙালী ভোট ধরে রাখতেই ইন্টারলোকটর নিয়োগে অনীহা কেন্দ্রের

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : ২৭শে মার্চের মধ্যে ত্রিপুরা মথার দাবী মেনে ইন্টারলোকটর নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন নিজেই টুইট করে এই প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু আজ প্রায় ১৬ দিন হতে চলেছে ইন্টারলোকটরের দেখা নেই। এর মধ্যে প্রদ্যুত কিশোর একাধিকবার দেখা করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সাথে। কিন্তু এরপর থেকে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব প্রদ্যুত কিশোর। তিনি অমিত শাহের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ আনেন নি। ত্রিপুরা মথার বিধায়কদের একটি দলও দেখা করেছিলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মার সাথে। ফিরে এসে অনিমেষ দেববর্মার হিমন্ত বিশ্বশর্মার সাথে আলোচনাতে সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে এখনো ইন্টারলোকটরের নাম চূড়ান্ত



করা হয়নি। ত্রিপুরা মথার দাবী মেনে ইন্টারলোকটর নিয়োগ করা হলে বাঙালী ভোটে প্রভাব পড়তে পারে। এই রাজনৈতিক অংক মাথায় রেখে ইন্টারলোকটর নিয়োগ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র। রাজ্য বিজেপি নেতারাও এই নিয়ে তেমন একটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। প্রদ্যুত কিশোর অনিমেষ দেববর্মা, বিজয় রাখলরা নীরবতা পালন করে চলেছেন।



বাংলাদেশ সরকারের বিদেশ প্রতিনিধি শাহরিয়া আলম বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

গত এক দশকে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নতুন উচ্চতায়

ভানুরঞ্জন চক্রবর্তী, ঢাকা

ঢাকা, ১২ এপ্রিল: গত এক দশকে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নতুন এক উচ্চতায় পৌঁছেছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিনিধি শাহরিয়ার আলম। তিনি বলেন, বিশেষ করে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ত্রিপুরা সরকারের সহযোগিতা আমাদেরকে আমৃত্যু বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। মঙ্গলবার বিকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের আগরতলা যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে দেশ!

সংবাদ সংস্থা : এপ্রিল মাসের প্রথম থেকেই করোনা গ্রাফ কিন্তু অনেক উর্ধ্বমুখী হয়েছে। ক্রমশই বাড়ছে কোভিড ভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ। আক্রান্তের সংখ্যা দেখে রীতিমত ব্যাচছেন ভারতবাসী, আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৭ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৮৩০ জন।



পারুল প্রকাশনী

৯৭৭৪৪১৪২৯৪

৫৩ Shikhu Uddyan Biplani Bitan A.K. Road Agartala 799001

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

TRIPURA BHABISHYAT, THURSDAY, 13th APRIL, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ ইং, ২৯শে চৈত্র, ১৪২৯ বাং

রিপোর্ট এডিআরের!

প্রথম পাতার পর

রিপোর্টে দেখা গিয়েছে ভারতের ৩০ জন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ২৯ জনই কোটিপতি। অর্থাৎ কমপক্ষে ১ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে তাঁদের। ভারতের রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩০ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীদের ভোটারে হলফনামা পরীক্ষা করার পরে এই তালিকা তৈরি হয়েছে। এই তালিকায় সবার উপরে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির নাম। তিনিই সবথেকে ধনী মুখ্যমন্ত্রী দেশের। তাঁর মোট সম্পত্তি প্রায় ৫১০ কোটি টাকার। সম্পদ অনুযায়ী দেশের শীর্ষ তিন মুখ্যমন্ত্রী হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের জগনমোহন রেড্ডি, ঝরগাচলপ্রদেশের পেমা খান্ডু। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৬৩ কোটি টাকা। তারপর রয়েছেন ওড়িশার নবীন পট্টনায়ক। তাঁর সম্পদ রয়েছে ৬৩ কোটি টাকার। একেবারে নীচের তালিকায় রয়েছেন বাংলা, কেরল ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীদের নাম। এডিআর রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের সবথেকে গরিব মুখ্যমন্ত্রী হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সম্পদের পরিমাণ মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এক মাত্র কোটিপতি নন তিনি। বাকি সবাই কোটিপতি। দেশের সর্বনিম্ন সম্পদযুক্ত মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাড়া রয়েছে কেরালার পিনারাই বিজয়ন ও হরিয়ানার মনোহর লাল খাট্টার। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ের সম্পদ রয়েছে মাত্র ১ কোটি টাকার সামান্য বেশি। আর হরিয়ানার মনোহর লাল খাট্টারের সম্পদও রয়েছে ১ কোটি টাকার। প্রতিদেদনে আরও বলা হয়েছে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি টাকারও বেশি এডিআর রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের ৩০ জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ২৯ জন পুরুষ। শুধুমাত্র একজন মহিলা। আর তিনি হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শিকার পরিপ্ৰেক্ষিতে ৩০ শতাংশ স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। ৩০ জনের মধ্যে মাত্র একজন ডিপ্লোমা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বর্তমানে কোনো মুখ্যমন্ত্রী নেই।

করোনার রাজী রাহুল!

প্রথম পাতার পর

হাজার ২১৫ জন। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুসারে জানা গিয়েছে, দৈনিক ইতিবাচকতার হার লাগমহীন বাড়ছে। হার দাঁড়িয়েছে ৩.৬৫ শতাংশ। যেখানে আগে সাপ্তাহিক ইতিবাচকতার হার ছিল ৩.৮৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল সোমবার করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৮৮০ টি। ইতিমধ্যে কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৬ জনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ১৬ জন। বুধবার সকলের আটটার রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গিয়েছে কোভিডের মোট সংক্রমণের হার ০.০৯ শতাংশ। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়েছে ৯৮.৭২ শতাংশ।

তাই করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিনটি রাজ্যে ক্ষেত্র বাধ্যতামূলক মান্ড। সেই সঙ্গে কেন্দ্র অন্য রাজ্যগুলিকে মান্ড পরার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য সপ্তাহের শুরুতেই কেন্দ্রীয় ছাত্রমন্ত্রী মনমুখ মান্ডবা করোনা নিয়ে একটি পর্যালোচনা সভা করেছিলেন, সেখানেই তিনি জানিয়েছিলেন, প্রতিটি রাজ্যকে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

সব কারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে যেন করোনার সব বকরের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে সোমবার ও মঙ্গলবার দেশজুড়ে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মক ডিলও করা হয়েছে। করোনার চতুর্থ তরঙ্গ নিয়ে এখনই সাবধান হওয়া দরকার। ওমিক্রনের বিএফ.৭ সাব ভ্যারিয়েন্ট, সেই সঙ্গে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এক্সবি১.১৬ সাব ভ্যারিয়েন্ট। যদি এই সাব ভ্যারিয়েন্টগুলো ততটা বিপদজনক নয়, তবুও সকলেরই সতর্ক থাকা দরকার। কোন কোন জায়গায় মান্ড বাধ্যতামূলক করবেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওয়েবসাইট অনুসারে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০৫.৬৬ কোটি মানুষ।

অন্যরকম গরম!

প্রথম পাতার পর

বলে জানা নেই। তৃষ্ণা মেটাবে না। ৫)খুব গরম কাটাতে এলকোহল যুক্ত বা বিযুক্ত বিয়ার জাতীয় পানীয় থেকে একদম সাবধান। আপনাকে দ্রুত জলশূন্য করবে,খুব অভভেই নেশা চাপাবে, ডায়াবেটিস বা গাউটি আর্থাইটিস অনেক বেড়ে যাবে।েপচ্ছা়াপের ইনফেকশন ঘনীভূত হবে। ৬)বাজার থেকে আশ্ত ফল এনে ভালো করে ধুয়ে নিন।তারপর খান। দিনে অন্তত তিনবার ফলের সালাদ খান।মা-মাসিদের দৈনন্দিন পূজার প্রসাদ যেমন হয় বাইরের কাটা ফলে জল-জল-হাত-বাহিত বিভিন্ন রোগ ছড়ায়।হেপাটাইটিস,টাইফয়েড ফিভার,এমবিযা জনিত পেট খারাপ,মস্তিষ্কেরকৃমি রোগ এদের মধ্যে অন্যতম। ৭)খাওয়াতে ভাতের পরিমান কমিয়ে সবজি,ডাল,ফল, হাক্কাদৈ, মাছ,পনির, সয়াবিনের পরিমান বাড়ান। ৮)টমেটো দিয়ে মসুর ডাল, করলা/উচ্ছে, সাজনা,ছোট আলু দিয়ে মাছ বা নিরামিষ,পরিমিত জল ও ৬/৭ ঘণ্টা রাতের ঘুম আশাকরি আমাদের সুস্থ রাখবে এই গরমে। ভালো থাকুন,নিজের ও পরিবারের যত্ন নিন।

প্রথম পাতার পর

সংবিধান রক্ষা করা এবং দেশকে বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আগামী সপ্তাহে এই ধরনের আরও বৈঠক হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। এদিন বৈঠকটি হয় মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে। খাড়গে ইতিমধ্যেই তালিনাড্ডুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এবং মহারാষ্ট্রের উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে জোট নিয়ে কথা বলেছেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছেন। তিনি আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতার সঙ্গে দেখা করতে পারেন বলে ইঙ্গিত মিলেছে। ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনের এক বছরও বাকি নেই। সেই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলগুলি নতুন সমীকরণ তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।কিছু দল নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেও, অন্য দলগুলি এখনও পর্যন্ত তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল সাগরদিধির উপনির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর বলেছিলেন, লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল একাই প্রতিদ্বন্দিতা করবে। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, বাম -কংগ্রেস- বিজেপির বোঝাপড়ার ফলে তৃণমূলের হার হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। যদিও পরবর্তী সময়ে রাহুল গান্ধীর মোদি পদবি নিয়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং সাংসদ পদ হারানোর পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলগুলি একসঙ্গে হয়ে বিজেপিকে সর্বানোর আহ্বান করেন। অন্যদিকে আম আদমি পার্টি বিজেপি বিরোধিতা করলেও এখন নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। তেলেঙ্গানার বিআরএস বিরোধীদের সঙ্গে থাকার কথা বলার পরেও কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছে।

সক্রিয়

দালাল চক্র

প্রথম পাতার পর

হস্তান্তরিত করে। পরবর্তীতে,, তাদের তেলিয়ামুড়া জিআরপি পুলিশ এবং বিএসএফ ইন্টার্লেক্টে বাস্ফের কর্মীরা জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে জানতে পারে তারা ভারতের ত্রিপুরার বিশালগড় বর্ডার সংলগ্ন এলাকা দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করেছে। মূলত তাদের গন্তব্য স্থল ছিল ব্যাস্দালোর। শিশু মহিলা সহ যে পাঁচজন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী আটক হয়েছে তারা হল-- মোহাম্মদ রশিদ, পারমিন বেগম, মোহাম্মদ উসমান ও খাইরুল আমিন সহ একটি ২ বছরের শিশু কণ্যা রয়েছে। শেষ খবর লেখা পর্যন্ত আটক ব্যক্তিরা কেন ভারতের পাড়ি দিয়েছিল এবং কোথায় যাচ্ছিল বা তাদের সাথে আর কে ছিল, কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল , এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন জিআরপি ডিএসপি সৌমেন সরকার। তবে ভারতে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে করার পেছনে মূলত কি কারণ রয়েছে নাকি কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে বাস্তব রূপ দিতে তাদের ভারতে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসবে সঠিক তদন্তের মধ্য দিয়ে। তবে জিআরপি ডিএসপি জানিয়েছেন,, মঙ্গলবার তাদের আদালতে তোলা হবে।

ডেপুটেশনে নিয়ে এসেছিলেন -ধারনা করাটি কঠিন।

ডেপুটেশনে একেবারে ছয়-ছয়জন রাজ্যস্তরের প্রতিনিধিরই বা আগমন কেন, এটাও বোধগম্যের বাইরে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন এলাকায় এখনো দলীয় কর্মীরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আক্রান্ত হচ্ছে- এই অভিযোগের ভিত্তিতে দাবী দাওয়া নিয়ে দলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারক লিপি দেয়া হয়। রাজনৈতিক দলের এসব স্টিরিও টাইপ কাজকর্ম যেমন-ডেপুটেশন প্রদান,গণ ধর্না, মিছিল মিটিং করা - রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঁচেবর্তে থাকার প্রতীকমান, এবং দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে ও কর্মসূচি বহাল রাখতে আগামী ৫টা বৎসর অপেক্ষার জন্য যে কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হয়-মূলত তার অঙ্গ হিসেবে সিপিএম দলের এই ডেপুটেশন বলেই সাধারণের মত। এ নিয়ে রাজাবাদী দূর অন্ত - খোদ সিপিএম দলীয় কর্মীদেরও বিশেষ কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হচ্ছেনা।

প্রথম পাতার পর

তবে রাজাবাদীর কৌতূহল বেড়ে গেছে অন্য ক্ষেত্রে।এই একটি ডেপুটেশন দিতে দলের দুই ভাবড় নেতাকে একত্রে যেতে দেখে রাজাবাদীর মনে কৌতূহল জগাটাই স্বাভাবিক রাজ্য দলের সর্বােচ নেতা জীতেন চৌধুরী যেখানে আছেন,সেখানে আবার পলিটব্যুরোর নেতাকেও সঙ্গে নিতে হচ্ছে কেন? নাকি দলের পড়াডুবি ঘটিয়ে জীতেন চৌধুরী দলকে যে গভীর খাদে ফেলে দিয়েছে,তার থেকে উত্তরণের সূচনা করে পুনরায় দলের অভিমুখ-মানিক সরকারের দিকে ঘুরিয়ে আনা হচ্ছে কি? এ প্রশ্ন ওঠা কিন্তু ভাাব্যবিক। শুধু তাই নয় মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন প্রদান করার পরে যে সাংবাদিক সম্মেলন করা হল-সেখানে কিছু দলের রাজ্য সম্পাদক আবার ছিলেন না। সাংবাদিকদের যথোমুখি হলেন মানিক সরকার যদিও রাজধানীর বাইরে দলীয় কর্মসূচির কথা বলে জীতেন চৌধুরীর অনুপস্থিতির কথা বলা হয়েছে-কার্যত সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মহলের কিন্তু এ নিয়ে ইতিমধ্যে দলীয়

চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করে মেধাবী এই ছাত্রী। মুখ্যমন্ত্রীও তাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা শুধু কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সামাজিক মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রী অস্মিতাকে সাঙ্গ দিয়েছেন। তার সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেছেন। এতে অস্মিতা এবং তার পরিবার সাংবাদিকদের সামনে নিজের খুশি ব্যক্ত করেছেন।

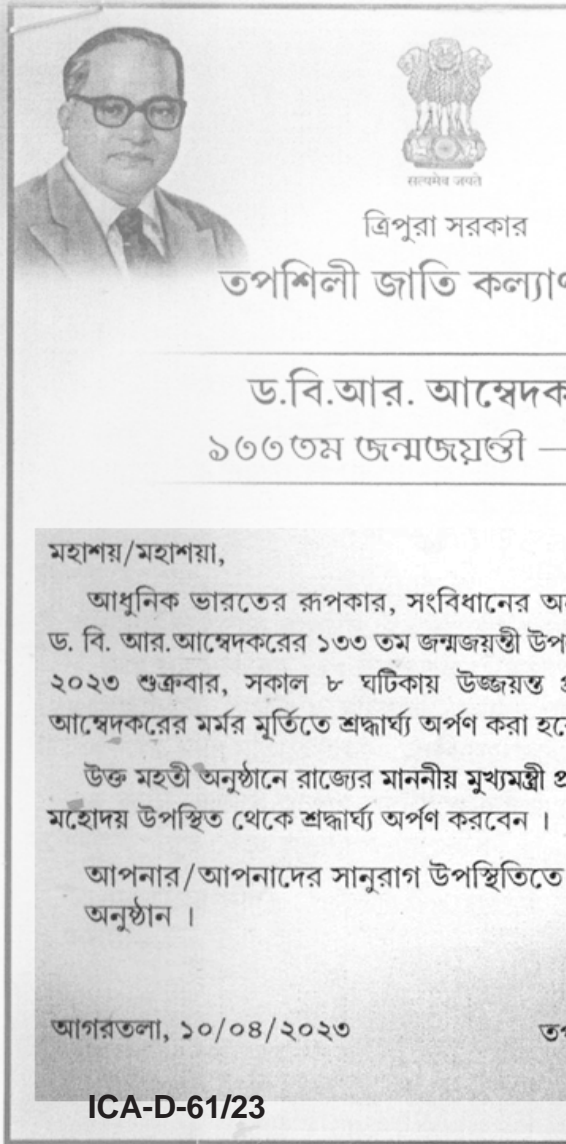
প্রথম পাতার পর

জয়ন্তী” উদযাপনের আয়োজন করেছে। যে ধারায় বছরভর থাকবে নানা অনুষ্ঠান-আলোচনা-বিতর্কসভা ইত্যাদি। যার সূচনা হবে রবীন্দ্ৰ শতবার্ষিকী ভবনে আগামী ১৬ এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যা ছয়টায়। সূচনা লগ্নে হবে দু’দিনের অনুষ্ঠান। রবিবার “ত্রিপুরা দর্পণ”র প্রাক্তন সাংবাদিক ও শুভানুধ্যায়ীদের দেওয়া হবে স্বর্ধনা। যারা হচ্ছেনসত্যব্রত চক্রবর্তী, শঙ্খপল্লব আদিত্য, মানস দেববর্মা, বিচ চৌধুরী, অজিত ভৌমিক, স্বপন নন্দী, মিহির দেব ও বিমান ধর। এছাড়াও যাঁদের কীদেম্বর করে এই স্ববদাপদ পঞ্চাশে এসে পৌঁছেছে, “দর্পণ” পরিবারের সেই সমস্ত শুভানুধ্যায়ী ও সাংবাদিকদেরও সম্মাননা প্রদান করা হবে। রবিবারের সন্ধ্যায় এর পরে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে থাকবে বাংলাদেশের মেহের আফরোজ শাওনের সঙ্গীত এবং কলকাতার মমতাশংকরের বিশিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্র “শুভাস্কিক”র বৃন্দনৃত্যের উপস্থাপনা। পরদিন সোমবার সন্ধ্যায় “ছন্দনীড়”র উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর থাকবে বাংলাদেশের স্নানমাত্রাণ্ড লোকগানশিল্পী ফরিদা পারভিনের সঙ্গীত-সন্ধ্যা। বিশেষ করে লালনকীতিকৈ যিনি মানুষের কাছে ভালো লাগার এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। আর সেই সন্ধ্যায়ও থাকবে “শুভাস্কিক”র উপস্থাপনা। “সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের প্রবাহে “ত্রিপুরা দর্পণ” বছরভর নানা অনুষ্ঠান যেমন করবে, তেমনি একটা বিশেষ বই প্রকাশনারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা আসলে এই পঞ্চাশ বছরে স্ববাদ হিসেবে প্রকাশ হওয়া বিভিন্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির এক সংকলন। মূলত যা হয়ে উঠবে এই পঞ্চাশ বছরের এক আবশিক সংগ্রহযোগ্য ইতিহাস।

মৃতদেহ উদ্ধার

৫৮ এর পাতার পর

একজনের দেহ ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দেহটিকে নদী থেকে উদ্ধার করে এবং নিশ্চিত হন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে মৃতের পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসেন এবং মৃতদেহ সনাক্ত করেন। জনক পুলিশ অধিকারিক জানিয়েছেন, এলাকাবাসী ও পরিবারের পক্ষ থেকে দীপঙ্কর ঘোষকে স্টুটি দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সি সি কাম্যারার ফুটেজ জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই ফুটেজটি স্পষ্ট না হওয়ার কারণে কৃষ্ণ ঘোষকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের পর জানা যাবে কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/তানিয়া/সদীপ



নেতৃত্বের অভিমুখ যে পুনরায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের দিকেই চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দেখাচ্ছে,এটা একেবারেই উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

এটাতো ঘটনা- অন্যান্য রাজনৈতিক দলে দেখা গেছে কোন নেতার বার্থতায় দলে ভরাডুবি বা বার্থতার ছাপ পড়লে,সেই নেতা নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে ঐ পদ থেকে পদত্যাগ করেন।তবে সিপিএম দলের আবার এইসব বিষয়ে বিশেষ একটা গুরুত্ব দেয়া হয়না।তবে রাজ্য সিপিএম যে এবার ঠান্ডা মাথায় ঘিরে ধীরে জীতেনরাজ্যের জায়গায় মানিকরাজ সাপনে উদ্যোগী হয়েছেন-তা কিন্তু অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে গত ১০ এপ্রিলের ডেপুটেশন চিঠ থেকে। এমনিতেই জীতেন চৌধুরী বিধানসভায় পরিবীণ্য নেতা হয়েছেন,তার উপরে দলে তেমন সফলতাও দেখাতে পারেন নি,ফলে আজ না হোক রাজা-তার রাজ্য সম্পাদকের পদে থাকাটা কঠিন হয়ে পড়বে।তবে পরে রেখেও যে,ধীরে ধীরে দলের রাশি-আবার মানিক সরকারের হাতে চলে যাচ্ছে -তা কিন্তু স্পষ্ট সমাপ্ত।

মেধাবী অস্মিতা পেল

উল্লেখ্য, এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে একবার জনগণের অভাব অভিযোগ সরাসরি শুনবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এজন্য রাজ্যের যেকোন প্রান্তের লোকজন নিজেদের সমস্যার কথা জানানোর জন্য আবেদন করতে পারবেন মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে। এতে অবশ্যই থাকতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ফোন নম্বরও দেখা করার কারণ। আবেদন পোস্ট অফিসের মাধ্যমেও করা যাবে। তবে, কবে কোথায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ মিলবে, তার সময় এবং স্থান পরে জানানো হবে।

ত্রিপুরা দর্পণ - ৫০

আজকের রাশিফল

১, মেঘ রাশিফল

প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। আজ, আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার আগ্রাসী প্রকৃতির কারণে আপনি প্রত্যাশার মতো উপার্জন করতে পারবেন না। আবেগতাড়িত বৃকি আপনার পক্ষে যাবে। আপনার প্রেম জীবনের ছোটখাটো তিক্ততা ভুলে যান। মহিলা সহকর্মীরা নতুন কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। আজ আপনি অসবরের মুহুর্তগুলিতে কিছু নতুন কাজ করার কথা ভাববেন তবে এই কাজে আপনি এতটাই জড়িয়ে পড়তে পারেন যে আপনার প্রয়োজনীয় কাজও হাতছাড়া হবে। আপনার চারপাশের মানুষেরা এমন কিছু করবেন যাতে আবার আপনার জীবন সঙ্গী আপনার প্রপ্নে পড়ে যায়।
প্রতিকার :- কপালে জাফ্রানের তিলক লাগালে আপনার শরীর রোগমুক্ত থাকবে।

২, বৃষভ রাশিফল

কোন পুরানো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। নিজেকে পরিচর্যা করার এবং যা আপনি সবথেকে বেশি উপভোগ করেন তা করার পক্ষে দূর্বাস্ত দিন। ভালোবাসার শক্তি আপনাকে ভালোবাসবার একটি উদ্দেশ্য প্রদান করবে। আপনি আজ কর্মক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হতে পারবেন। এই রাশি লোকদের আজকে নিজেকে বোঝা খুব দরকার যদি আপনার মনে হয় আপনি বিশ্বের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন তাহলে নিজের জন্য সময় বার করুন এবং নিজের ব্যাক্তিত্ব কে মূল্যয়ন করুন। আজ, আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে আপনার বিবাহের জন্য গৃহীত শপথগুলি সত্যি ছিল। কারণ আপনার স্ত্রী আপনার সবচেয়ে প্রাণের বন্ধু।
প্রতিকার :- সুখ ও শান্তিময় সংসার জীবন পেতে ভোরবেলা ১১ বার "ওম ক্রাং ক্রিং ক্রৌং সং ভৌমায় নমঃ" জপ করুন।

৩, মিথুন রাশিফল

কাজের জায়গায় বরিত্তদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। যে লোকেরা জমি কিনেছিল এবং এখন এটি বিক্রি করতে চায় তারা আজ একজন ভাল ক্রেতার কাছে আসতে পারে এবং এর জন্য খুব ভাল পরিমাণ অর্জন করতে পারে। আপনার তরফে কিছু কিং না করেই অন্যদের নজর আকর্ষণ করার জন্য এটি আদর্শ দিন। কেউ আপনার প্রশংসা করতে পারে। নতুন প্রস্তাবনা লোভনীয় হবে কিন্তু কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া বিবেচকের কাজ হবে না। আপনার সঙ্গী আপনার থেকে শুধু কিছু সময় পেতে চাই কিন্তু আপনি তাকে সময় দিতে পারেন না। সেই কারণে সে হতাশ হয়ে পরে।আজকে তার হতাশা স্পষ্টতার সাথে সামনে আসতে পারে। আপনার পছিনের ভালবাসায়, আপনার স্ত্রী আজ আপনাকে একটা চমৎকার সারপ্রাইজ দিতে পারে।
প্রতিকার :- রূপোর হাতি নির্মাণ করে তা বাড়িতে রাখুন, এর ফলে আর্থিক উন্নতি হবে।

৪, কর্কট রাশিফল

আপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য- সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে- আপনানা দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে- আপনার ব্যক্তিগত উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি গ্রহণ করবেন যে সে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে। মেজাজ না সামলাতে পারলে পরিবারের সদস্যদের অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে ফেলতে পারেন। আজ আপনি জানতে পারবেন যে আপনার সঙ্গীর ভালবাসা আপনার জন্য সত্যিই গভীর ভাবপূর্ণ। ভাষণ এবং বৈঠক, যাতে আপনি আজ উপস্থিত থাকবেন, তা বৃদ্ধির জন্য নতুন ধারণা আনবে। সেমিনার এবং প্রশর্শনীগুলি আপনাকে নতুন জ্ঞান এবং যোগাযোগ সর্ববরাহ করবে। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার চাণের সম্পর্ক হবে এবং এরমধ্যে গুরুত্বের বিবোধ হবে কারণ এটি যদিচিন চলা উচিত তার তুলনায় বেশি দিন চলবে।
প্রতিকার :- আর্থিক ভাবে দুর্বল শ্রেণীর লোক জনদের কালাে কন্মল দান করলে তা পানার জন্য আর্থিক সুবিধার জন্য অনুকূল হবে।

৫, সিংহ রাশিফল

আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। যে লোকেরা জমি কিনেছিল এবং এখন এটি বিক্রি করতে চায় তারা আজ একজন ভাল ক্রেতার কাছে আসতে পারে এবং এর জন্য খুব ভাল পরিমাণ অর্জন করতে পারে। কিছু সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা শুধু আপনাকেই নয় আপনার পরিবারকেও মুগ্ধ করবে। আপনাকে আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আপনার চোখের তারা খুব উজ্জ্বল যা আপনার প্রেমিকার একটি অন্ধকার রাত প্রজ্জ্বলিত করতে পারে। আপনি ঘটনাম কাজের পরিপ্রেক্ষিতে থেকে উপকৃত হবেন। আজ আপনি ভালো ধারণায় পূর্ণ থাকবেন এবং আপনার পছন্দের ক্রিয়াকলাপ আপনাকে প্রত্যাশা বহির্ভূত লাভ এনে দেবে। আপনি আপনার স্ত্রীর থেকে বিশেষ মনোযোগ পেতে পারেন বলে মনে রয়েছে।
প্রতিকার :- তামার চৌকো টুকরাতে জাফরান লাগিয়ে, গোলাপি কাপড়ে মুড়ে, পূর্ব দিকে গিয়ে সুরোদয়ের সময় নির্জন স্থানে মাটি চাপা দিলে গার্হস্থ্য জীবন সুখময় হবে।

৬, কন্যা রাশিফল

অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। আপনি বাড়ির চারপাশের ছোট ছোট জিনিসগুলিতে আজ প্রচুর ব্যয় করতে পারেন যা মানসিকভাবে আপনাকে চাপ দিতে পারে। ব্যাডাদের সাথে সময় কাটানো গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষটির সাথে সাক্ষাৎ করায় প্রেম আপনার মন আচ্ছন্ন করে রাখবে। আপনার নতুন জিনিস জানার প্রবণতা লক্ষ্যণীয় হবে। আজ আপনি আপনার ফকা সময়টি আপনার মায়ের সাথে যোগ্য ব্যয় করতে চাইবেন, তবে উপলক্ষে কিছু কাজ করার কারণে এটি ঘটবে না। এই কারণে আপনার বিরক্ত বোধ হবে। আপনার স্ত্রী আপনাকে পৃথিবীতেই আজ স্বর্গের উপলব্ধি করাবে।
প্রতিকার :- দই ও মুধু দান করলে এবং সেবন করলে তা আপনার জাা আর্থিক সঙ্গতির রাস্তা প্রশস্ত করবে।

৭, তুলা রাশিফল

আপনার মন ভাল জিনিসের প্রতি আগ্রহী হবে। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয় করা এড়ানো। এটি করা আপনার স্বাস্থ্যকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না বরং আপনার আর্থিক পরিস্থিতি আরও খারাপ করবে। যথাযথ ভাববিনিময় এবং সহযোগিতা স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক উন্নত করবে। আজ আপনার ভালোবাসার মানুষটি আপনার খেয়ালী আচরণ সামলাানো অত্যন্ত দুরূহ বোধ করবেন। আকাশ আরো উজ্জ্বল হবে, ফুল আরও রঙিন মনে হবে, আপনার চারপাশের সবকিছু চকচক করবে; কারণ আপনি প্রপ্নে পড়ে গেছেন। আপনার বাড়ির লোক আজকে আপনার সাথে অসুবিধার কথা ভাগ করতে পারেন কিন্তু আপনি আপনার মতও তেই ব্যাস্ত থাকবেন এবং ফাঁকা সময়ে এমন কিছু করতে পারেন যেটা আপনি করতে পছন্দ করেন। আপনার এবং আপনার সঙ্গীর আপনাদের বিবাহিত জীবনের জন্য সত্যিই কিছু জায়গা দরকার।
প্রতিকার :- কপালে এবং নাভিতে কেশরের তিলক লাগালে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেবে।

৮, বৃশ্চিক রাশিফল

একটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। আপনার খরচা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন- এবং আজ কেবলমাত্র জরুরী জিনিসই কিনুন। পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ এবং নির্বঙ্কজট দিন উপভোগ করুন- যদি মানুষেরা সমস্যা নিয়ে আসে- তাহলে তারেককে উপেক্ষা করুন এবং এটি নিয়ে নিজের মনকে অশান্ত হতে দেবেন না। প্রতিটি পরিস্থিতিতে আপনার ভালবাসা প্রদর্শন করা ঠিক নয়। কখনও কখনও, এটি আপনার সম্পর্কের উন্নতি করার পরিবর্তে এটি নষ্ট করতে পারে। আপনি কঠোর পরিশ্রম ও শৈল্পের মাধ্যমে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। আজকে আপনি সব কাজ ছেড়ে সেইসব কাজ করতে পছন্দ করবেন যেগুলো আপনি শৈশবকালে করতে পছন্দ করতেন। কর্মক্ষেত্রে আজ জিনিষগুলি পরিমার্জন পক্ষে থাকবে।
প্রতিকার :- ভালো স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য বাড়ির মাঝখানে অংশ টিকে পরিষ্কার ও পরিষ্কার রাখুন।

৯, ধনু রাশিফল

শারীরিক অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ রয়েছে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে গিয়ে শাীরিকভাবে বন্ধুর সাথে কিছু সুস্বাদু স্মৃতি কাটান। আপনার উদ্বেগহীন মনোভাব পিতামাতার চিন্তার কারণ হবে। তাই আপনার কোন নতুন প্রকল্প শুরু করার আগে তাদের আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। ভালোবাসার গান তাদের দ্বারা শুনতে পারেন যারা সব সময় এর মধ্যে ডুবে থাকে। আজ আপনি এই গান শুনতে পারেন যা আপনাকে এই বিশ্বের সব গান ভুলিয়ে দেবে। অফিসে আপনার পরিস্থিতি বুঝে আবার ব্যবহার করা উচিত। যদি আপনার বদার দরকার না থাকে তো সেখানে আপনি চূপ থাকুন , কোনো কথা জবাবলি্ত বলে আপনি নিজেকে সমস্যায় ফেলতে পারেন। আপনার সময় ও উদ্যম অনাকে সাহায্য করতে উৎসর্গ করুন — কিন্তু যেখানে নিজে জড়িত নন এমন ব্যাপারে জড়িতরা পড়বেন না। বিবাহিত দম্পতিরা একসাথে বসবাস করে, কিন্তু এটা সবসময় রোমান্টিক হয় না। তবে আজ সত্যিই সত্যিই রোমান্টিক হবে।
প্রতিকার :- চাকরি জীবন জন্মের রাস্তাতে সুরা রশ্মিতে লাল বা মেরুন রঙের কাঁচের বোতালে জল ভরে রাখুন। তারপর সেই জল স্নানের জলের সাথে মিশিয়ে স্নান করুন।

১০, মকর রাশিফল

সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আপনার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করতে অতীতে আপনি যে সমস্ত অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তা আজ ফলস্বরূপ ফল পাবে। সাময়িক সঙ্গীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যাপার আলোচনা করবেন না। আপনার সঙ্গীর সাথে বাইরে যাওয়ার সময় যথাযথভাবে আরগণ করুন। অতিরিক্ত কাজ থাকা সত্ত্বেও আজকে কর্মক্ষেত্রে আপনার মধ্যে ফুর্তি দেখা যেতে পারে।আজকে আপনি এতটাই জড়িয়ে পড়তে পারেন যে আপনার প্রয়োজনীয় কাজও হাতছাড়া হবে। আপনি এবং আপনার স্ত্রীর মধ্যে উত্তেজনা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি দীর্ঘ মেয়াদে আপনার সম্পর্কের জন্য ভালো প্রমাণিত নাও হতে পারে।
প্রতিকার :- এই মন্ত্রটি জপ করুনঃ ওম সুরা নারায়ণায় নমৌ নমঃ।

১২, মীন রাশিফল

বাস্তু কাজের সূচী আপনাকে খিটখিটে করে তুলতে পারে। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার জন্য আপনার নিকটবর্তী কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এটিমিথ্যের প্রতি রূঢ় হবেন না। আপনার ব্যবহারে আপনার পরিবারই শুধু হতাশ হবে না এতে আপনারদের সম্পর্কেও ভাঙন দেখা দেবে। আপনি আজ ভালবাসাপূর্ণ চকলিও খেতে পারেন। নিজের কাজে এবং অগ্রাধিকারে মনোনিবেশ করুন। এই রাশিচক্রের শিশুরা আজ খেলাধুলায় দিন কাটতে পারে, আঘাতের সম্ভাবনা থাকায় পিতামাতাদের তাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনার আত্মা আপনার স্ত্রীর অবিশ্বাস উত্তেজনা সঙ্গে নিজেকে রাজার মত মনে হবে।
প্রতিকার :- বাদর বা হনুমান কে গুড় ও ছোলা খাওয়ালে স্বাস্থ্যের ওপর ভালো প্রভাব দেখা দেবে।



সংবাদের ককটোলে

জোর গতিতে চলছে মহিশাসন-
শাহবাজপুর রেলপথের নির্মাণ কাজ

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ এপ্রিল (হি.স.): বহু বছর পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকা করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ রেল লাইনের পুনঃসংস্কারের কাজ চলছে জোর গতিতে। মহিশাসন-শাহবাজপুর (বাংলাদেশ)-এর মধ্যে রেল চলাচলের জন্য সীমান্ত জেলার হাজারো মানুষ সেই শুভদিনের অপেক্ষায়। যে গতিতে নির্মাণ কাজ শুরু চলছে, তাতে খুব শীঘ্রই মহিশাসন দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১৮ সালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন প্রকল্পের শুভ সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ব্রিটিশ আমলে ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৮ সালে কুমিল্লা-আখাউড়া-কুলাউড়া-বদরপুর

(অসমের করিমগঞ্জ জেলাসুগত বদরপুর) রেলপথটি চালু করেছিল তৎকালীন আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে। এই রেলপথটি ১৯০৩ সালে অসমের লামডিং পর্যন্ত প্রসারিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গতিওয়ে হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে রেল সংযোগের জন্য অসম চা রোপণকারী সংঘের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ১৮৯১ সালে বাংলার পূর্ব দিকে একটি রেলপথ নির্মাণ শুরু করে। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার অধুনা কুমিল্লার মধ্যে ১৫০ কিলোমিটার পথ খোলা হয় ১৮৯৫ সালের রেলওয়ে ট্রাফিকে। মহিশাসন রেলওয়ে স্টেশন জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। এটি সীমান্ত রেলওয়ে ট্রানজিট সুবিধা কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ছিল। দেশভাগের পরও

এই স্টেশনটি ছিল জমজমাট। হুইসেল বাজিয়ে ছুটে চলত ট্রেন। কিন্তু ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় মহিশাসন-লাতুর রোলে চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে মহিশাসন-শাহবাজপুর (লাতুর) রুটটি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর থেকে চালুর কথা থাকলেও প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রেলওয়ে ট্রাফিকের অভাবের দরুন তা চালু হয়নি। এই রেললাইন দিয়ে তিনসুকিয়া থেকে চা নিয়ে যাওয়া হত চট্টগ্রাম বন্দরে। অন্যদিকে শাহবাজপুর রেলওয়ে স্টেশন বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের মৌলভিবাজার জেলার বড়লেখা ও পুজোয় অবস্থিত। স্টেশনটি ২০০২ সাল থেকে বন্ধ রয়েছে। শাহবাজপুর বাংলাদেশ সীমান্তের সর্বশেষ স্টেশন। ইংল্যান্ডে গঠিত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি এ দেশে

রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব নিলে ১৮৯৫ সালের ১ জুলাই চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা ১৫০ কিমি মিটারগেজ লাইন এবং ১৮৯৬ সালে কুমিল্লা-আখাউড়া-শাহবাজপুর রেলপথ স্থাপন করা হয়। ওই সময় কুমিল্লা-আখাউড়া-শাহবাজপুর লাইনের সর্বশেষ স্টেশন হিসেবে শাহবাজপুর রেলওয়ে স্টেশন তৈরি করা হয়। জন্না-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভারত-বাংলাদেশে সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। বর্তমানে জোর গতিতে চলছে তার কাজ। বাংলাদেশে নির্মাণ কাজের দায়িত্ব রয়েছে কালিন্দী নির্মাণ সংস্থা এবং ভারতীয় দিকে রয়েছে সাধন দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি। দুটিই ভারতীয় নির্মাণ সংস্থা। ২০১৮ থেকে নির্মাণ কাজ শুরু হয় মহিশাসনের। অন্যদিকে উন্নীতকরণ করা হচ্ছে মহিশাসন বিএসএফ ক্যাম্পেরও। পুরোনো স্টেশন থেকে জিরো লাইন অবধি ২.৮ কিলোমিটার ব্রডগেজ লাইন সম্প্রসারণ করার কাজ ইতিমধ্যে প্রায় শেষ হওয়ার পথে। নতুন করে স্টেশন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এই রেলপথ চালু হলে কলকাতার সঙ্গে শিলচরের রেল দূরত্ব অনেকটা কমে যাবে। আগামীতে রেলপথ মণিপুরের ইমফল থেকে মায়ানমার পর্যন্ত সম্প্রসারণ হবে বলে রেলওয়ে সূত্রে খবর। যা ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হবে। মহিশাসন দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ পুনরায় স্থাপিত হলে প্রাথমিক ভাবে গুরুত্ব পাবে পর্যটন। ট্রেন। তবে বাণীবাহী ট্রেনের জন্য হয়-তা কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে।

সাত সকালে
মৃদু ভূমিকম্প
পশ্চিমবঙ্গের
চার জেলায়

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি. স.): বুধবার সাত সকালে ভূমিকম্প অনুভূত হল পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায়। উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর, মালদা, এবং শিলিগুড়ির আশেপাশে মাটি কেঁপে ওঠে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমোলজি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎস শিলিগুড়ির থেকে ১৪০ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে, বিহারের পূর্ণিয়ার। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩। উৎস স্থল শিলিগুড়ি থেকে ১৪০ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে বিহারের পূর্ণিয়ার। আজ ভোর ৫ টা ৩৫ মিনিট নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পের জেরে বাংলাদেশ এবং নেপালের উত্তরেও অল্পবিস্তর কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ভূমিকম্পের কারণে কোনও হতাহতের বা ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। এর আগে, মঙ্গলবার ভোর ৬টা ৫০ মিনিটে পশ্চিম নেপালে ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। ন্যাশনাল সিসমোলজিক্যাল সেন্টার, কাঠমান্ডুর তরফে জানানো হয়েছে এই ঘটনায় কোন ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তার পর আজ ফের কম্পন অনুভূত হল।

ছোট যানবাহনের
জন্য খুলে দেওয়া
হল জম্মু-শ্রীনগর
জাতীয় সড়ক

জম্মু, ১২ এপ্রিল(হি.স.): বুধবার দুপুরে ছোট যান চলাচলের জন্য জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়ক খুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, শ্রীনগর থেকে জম্মুতে ভারী যানবাহন যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এতিহাসিক মুঘল রোড শিগগিরই যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। আগামী দুই দিনের মধ্যে এ রুটের মোরামতির কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ভূমিখসের কারণে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে বিলম্ব হচ্ছে।

আজ পটনার
বিধায়ক-সাংসদ
আদালতে রাহুল
গান্ধীর হাজিরা

পটনা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): মোদী পদবি নিয়ে মন্তব্য করার কারণে দুই বছরের কারাদণ্ড দণ্ডিত এবং সংসদের সদস্যপদ হারান কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। আজ বুধবার পটনার বিধায়ক-সাংসদ আদালতে হাজির হচ্ছেন। রাহুলের বিরুদ্ধে এই মামলাটি ২০১৯ সালে বিজেপির প্রবীণ নেতা সুশীল মোদী দায়ের করেছিলেন। রাহুল এমএলএ-এমপি আদালতে যাবেন কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দিল্লিতে রয়েছেন বিহার কংগ্রেস সভাপতি অখিলেশ প্রসাদ সিং। মনে করা হচ্ছে, যদি রাহুল গান্ধী পটনায় আসেন, তাহলে তিনি সরাসরি বিমানবন্দর থেকে বিধায়ক-সাংসদ আদালতে উ পস্থিত নথিভুক্ত করতে পড়বেন। গত ১২ এপ্রিল, এমপি-এমএলএ আদালত রাহুল গান্ধীকে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন জারি করা হয়েছিল। যদিও এই মামলায় জামিন পেয়েছেন রাহুল। এ মামলায় সাক্ষীও রয়েছে পাঁচজন। এর মধ্যে রয়েছেন সুশীল কুমার মোদী স্বয়ং।

কাঁপাল জম্মু ও কাশ্মীর
শ্রীনগর, ১২ এপ্রিল (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০। বুধবার সকাল ১০.১০ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ১০.১০ মিনিট নাগাদ ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরে। ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল উপকেন্দ্র, ৩৪.৪৪ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ৭৩.৬০।

দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি খাড়গের
সঙ্গে দেখা করলেন নীতীশ কুমার

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল(হি.স.): বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জনতা দলের (ইউনাইটেড) প্রধান নীতীশ কুমার কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলির মধ্যে ব্যবধান কমাতে এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে একক প্রাটিকর্মের এগিয়ে আনার লক্ষ্যে বুধবার দুপুরে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সাথে দেখা করলেন। মঙ্গলবার তিন দিনের সফরে দিল্লি পৌঁছেছেন নীতীশ কুমার। বুধবার তিনি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর সাথেও দেখা করেন।

এছাড়া কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গেও দেখা করতে পারেন। দিল্লিতে তাঁরা আগমনের পর মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী একাধিক শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে প্রথমে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) প্রধান লালু প্রসাদের সাথে দেখা করেন। যেদিন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং লালু প্রসাদের ছেলে তেজস্বী যাদব চাকরির জন্য জমি কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত অর্থ পাচারের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের

জন্য দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) সামনে হাজির হন সেদিন এই দুজনের দেখা হয়েছিল। দিল্লিতে পৌঁছানোর পর নীতীশ কুমার লালু প্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজসভার সাংসদ মিসা ভারতীর বাসভবনে যান। উভয় নেতা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। কুমার লালুর স্বাস্থ্য সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন। নীতীশ কুমারের সঙ্গে ছিলেন জেডিইউ সভাপতি লালন সিং ও মন্ত্রী সঞ্জয় বা।

মোদীকে চিঠি জেলেনক্ষির, ইউক্রেনের
প্রেসিডেন্ট চাইলেন মানবিক সাহায্য

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি. স.): ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। চারদিনের সফরে ভারত এসেছেন ইউক্রেনের উপ-বিদেশমন্ত্রী এমিনে জাপারোভ। তিনিই কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মিনাক্ষী লেখিক প্রতিনিধির লেখা এই চিঠিতে হস্তাক্ষর করেছেন। সেই চিঠিতে মূলত যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে

চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জামের পাশাপাশি অন্যান্য মানবিক সাহায্যের আর্জি জানানো হয়েছে। অতিরিক্ত গুণ্ডা ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠানোর জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে চিঠি লিখেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি তিনদিনের সফরে ভারতে এসেছিলেন ইউক্রেনের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী এমিন জাপারোভ।

তিনি ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মিনাক্ষী লেখিক সঙ্গে দেখা করে মোদীর উদ্দেশে লেখা জেলেনস্কির চিঠিটা তুলে দেন। পাশাপাশি ইউক্রেনে পরিকাঠামো তৈরির জন্য ভারতীয় সংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ জানান সেদেশের উপ-বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, "যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য বড় সুযোগ হয়ে উঠতে পারে।"

মোমিনপুর হিংসা মামলায় ৭ অভিযুক্তের
নামে হুলিয়া জারি এনআইএ-এর

কলকাতা ১২ এপ্রিল (হি. স.): মোমিনপুর হিংসা মামলায় ৭ অভিযুক্তের নামে হুলিয়া জারি করল এনআইএ। ৭ জন হিংসা মামলায় অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী। অভিযুক্তদের খোঁজ না মিললে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ। তাদের হাশ দিতে পরলে ১ লক্ষ টাকা। পুরস্কারের ঘোষণা। মোমিনপুরে বাহোলের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের সিদ্ধান্তে কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। সেই মতো গত ২৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে তদন্তভার নেয় এনআইএ।

দুমাসের বেশি সময় তদন্তে পরপর বেশ কয়েকবারই মোমিনপুরে যায় এনআইএ। ঘুরে দেখে মোমিনপুর এলাকা। ১৭টি জায়গায় তদন্ত চালিয়ে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা ও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও উদ্ধার হয়। লালবাজারেও যায় তারা। ৪০০ পাতার চার্জশিটে ১৬ জনের নাম ছিল।

চারশিটে তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, এই ১৬ জনের মধ্যে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৭ জন ফেরার। তাদের পলাতক ঘোষণা করা হয়। থেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়। তারপরেও আত্মসমর্পণ করেনি তারা। এবার এনআইএ-র তরফ থেকে এই সাতজনের খোঁজ পেতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তাদের নাম, মামলার বিস্তারিত তথ্য পোস্টার আকারে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হচ্ছে। ফেরারদের খোঁজ দিতে পারলে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন গোয়েন্দারা।

এমএসসি ব্যাঙ্ক দুর্নীতিতে চার্জশিট জমা
দিল ইডি; নাম নেই অজিত ও তাঁর স্ত্রীর

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্র স্টেট কোঅপারেটিভ (এমএসসি) ব্যাঙ্ক দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট জমা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই মামলায় এর আগে এনসিপি নেতা এবং মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার এবং তাঁর স্ত্রী সুনোত্রা পওয়ারের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি চিনিকলের সম্পত্তি মালি লভারিং মামলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। যাইহোক, অজিত পওয়ার এবং তাঁর স্ত্রী সুনোত্রা নাম ইডি-র চার্জশিট থেকে বাদ পড়েছে। তবে এমএসসি ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারির তদন্তের সময় উঠে আসা কিছু সংস্কার নাম চার্জশিটে রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, এমএসসি ব্যাঙ্ক দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মামলায় চার্জশিট জমা দিয়েছে, কিন্তু সেই চার্জশিটে অজিত পওয়ার এবং তাঁর স্ত্রীর নাম নেই। প্রসঙ্গত, এই মামলায় ২০২১ সালের জুলাই মাসে জরাজীর্ণ সমবায় চিনিকলের জমি, ভবন এবং যন্ত্রপাতি-সহ ৬৫ কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করেছিল ইডি। আগামী ১৯ এপ্রিল এই বিষয়ে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই ইস্যুতে এবার

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তাঁদের আত্মীয়দের হযরার করলেন এবং তাঁদের বাড়িতে অভিযান চালানো। এখন তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিটে নাম রাখার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না। এটা স্পষ্ট যে এই ক্ষেত্রেও ইডি এবং সিবিআই অপব্যবহার করা হয়েছিল। আপনারা তদন্ত শুরু

করলেন, পওয়ার পরিবার এবং তাঁদের আত্মীয়দের হযরার করলেন এবং তাঁদের বাড়িতে অভিযান চালানো। এখন তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিটে নাম রাখার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না। এটা স্পষ্ট যে এই ক্ষেত্রেও ইডি এবং সিবিআই অপব্যবহার করা হয়েছিল। আপনারা তদন্ত শুরু

পার্ক স্ট্রিটের বহুতলে ছিঁড়ে
পড়ল লিফট, যুবকের মৃত্যু

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি. স.): বুধবার পার্ক স্ট্রিটের একটি বহুতলে লিফট ছিঁড়ে পড়ে এক যুবকের উপর। ওই বহুতলে লিফট মোরামতির কাজ চলছিল বলে খবর। একটি লিফট উপর থেকে ছিঁড়ে আচমকা নীচে পড়ে। তাতে চাপা পড়ে যান ওই যুবক। লিফটের নীচে তিনি আটকে যান গলার অর্ধেক অংশ কেটে যায় ওই লিফট অপারেটরের। বেরিয়ে আসে ভিত্ত। পুলিশের তরফে জানানো হয়, মৃত্যু হয় রহিমের। তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। পার্ক স্ট্রিটের ওম টাওয়ারে বুধবার সকাল থেকে লিফট মোরামতির কাজ চলছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আচমকা তিন নম্বর লিফট উপরে উঠে যায়। কেন তা উপরের দিকে উঠল, উকি মেরে তা দেখতে যান লিফট অপারেটর। আর ঠিক সেই সময়েই লিফট ছিঁড়ে যায়। ঝড়মুড়িয়ে তা নীচে এসে পড়ে। মাথা সরিয়ে নেওয়ার সময়টুকু জানানো যুবক। পুলিশ সঙ্গে জানা গিয়েছে, লিফট অপারেটরের নাম রহিম খান। তিনি একবালপুরের বাসিন্দা। লিফট চাপা পড়েন তিনি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন হেস্টিংস থানার পুলিশ। কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনী সদস্যরা ওম টাওয়ারের ওই বহুতল থেকে লিফট সরিয়ে যুবককে উদ্ধারের চেষ্টা চালান। উদ্ধারকার্যে হাত লাগায় দমককও।

বাংলাদেশের
মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ
জাফরুল্লাহ
চৌধুরী প্রয়াত

ঢাকা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও প্রখ্যাত জনস্বাস্থ্য কর্মী ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রয়াত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে ঢাকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি কিডনি ও বার্ধক্যজনিত অন্যান্য সমস্যায় ভুগছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ কিডনিজনিত সমস্যার কারণে চিকিৎসাধীন ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি জাফরুল্লাহ চৌধুরী, মঙ্গলবার রাত ১০.৪০ মিনিটে শানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ৮১ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর। দরিদ্র মানুষদের সাহায্য ও উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে তিনি ১৯৭২ সালে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করেন। জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৮৫ সালে রেমন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পান। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা জাফরুল্লাহ চৌধুরী বৃহস্পতিবার রাত ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানানো হবে। পরে সেখানে তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

বোমাতঙ্ক পাটনা
বিমানবন্দরে!

পাটনা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): বোমা হামলার হুমকি পেলে বিহারের পাটনা বিমানবন্দর। হুমকি ফোন পাওয়ার পরই পাটনা বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের কর্মীরা পাটনা বিমানবন্দরের সর্বত্রই তদন্ত করে খুঁজে দেখেন। কিন্তু শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। পাটনা বিমানবন্দরে হুমকি ফোনকে কেন্দ্র করে বুধবার ব্যাপক চাক্ষুশ ছড়াল। পাটনা বিমানবন্দরে হুমকি ফোন আসতেই সেখানে হাজির হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। গোটা পাটনা বিমানবন্দর খতিয়ে পরীক্ষা করা হয় বম্ব স্কোয়াডের তরফে। যা নিয়ে ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে।

৯৯ বছর বয়সে না ফেরার দেশে
পাড়ি দিলেন শিল্পপতি কেশব মাহিন্দ্রা

মুম্বই, ১২ এপ্রিল(হি.স.): প্রয়াত হলেন দেশের অন্যতম শিল্পপতি তথা মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা গোষ্ঠীর এমিরেটস চেয়ারম্যান কেশব মাহিন্দ্রা। বুধবার সকালে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। সম্প্রতি ফেব্রুয়ারি বিলিওনিয়ার শিল্পপতির তালিকায় ঠাই পেরেছিলেন দেশের সবচেয়ে প্রবীণ শিল্পপতি। কেশব মাহিন্দ্রার মৃত্যুর খবরে শিল্প ও বাণিজ্য মহলে শোকে ধরা। এটি সীমান্ত রেলওয়ে ট্রানজিট সুবিধা কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ছিল। দেশভাগের পরও

কেশব মাহিন্দ্রা। আমেরিকার পেনসেলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে ফেরে ফিরে ১৯৪৭ সালে পৈতৃক ব্যবসায় যোগ দেন। বাবার সঙ্গে বাবসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে হাত লাগান। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলানোর পরে ১৯৬৩ সালে 'মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা' শিল্পগোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। একটানা ৪৮ বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের পরে ২০১২ সালে ছেলে আনন্দ মাহিন্দ্রার হাতে পৈতৃক ব্যবসা

চালানোর ভার দিয়ে তিনি সরে দাঁড়ান। যদিও সংস্থার এমিরেটস চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন। মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কেশব মাহিন্দ্রা টাটা স্টিল, আইসিআইসিআই, আইএফসি, সেইল ও ইন্ডিয়ান হোটেলস সহ একাধিক সংস্থার পরিচালক পদেও ছিলেন। ২০০৭ সালে শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে লাইফচাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছিল আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্নেস্ট অ্যান্ড ইয়ং।

নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে যে কোনও
সমাজের শিল্পের বিকাশ ঘটতে পারে

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): কোনও সমাজের সমৃদ্ধি, শিল্প ও নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে যে

মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। নয়া দিল্লিতে বুধবার প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে ভাষণ দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, একটি সমাজের বিকাশের সম্ভাবনা সত্ত্বে উপলব্ধি করা যায় যখন তা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত থাকে। নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে যে কোনও সমাজের সমৃদ্ধি, শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটতে পারে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেন, নিরাপত্তাকে বিলম্বভাবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বাহ্যিক নিরাপত্তার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং বাহ্যিক নিরাপত্তার দায়িত্ব মূলত দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপরই বর্তায়। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা, প্রতিরক্ষা উদ্যোগ শিল্প এবং সৈনিক কল্যাণ সংস্থা জড়িত প্রতিরক্ষা বাস্তবত্বের একটি সুপারাস্ট্রাকচার প্রয়োজন।

তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলন নীতিনির্ধারণিক, শিক্ষাবিদ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের বর্তমান ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মধ্যে প্রতিরক্ষা অর্থ ও অর্থনীতি বিষয়ে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করার জন্য একটি অনন্য প্রাটিকর্ম প্রদান করবে। সম্মেলনে আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও কেনিয়ার প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন।

এবার ইডি-সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে

লিখিত অভিযোগ কুস্তলের

কলকাতা ১২ এপ্রিল (হি. স.): নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন তৃণমূল যুবনেতা কুস্তল ঘোষ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এবার কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হলেন। জেল থেকেই হেস্টিংস থানায় ইডি ও সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তাঁর অভিযোগে জোর করে নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁর বয়ান নেওয়া হচ্ছে। এমনকী প্রভাবশালী নেতাদের নাম বলানোর জন্য তাঁকে জোর করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ কুস্তলের। এর আগেও তিনি সাংবাদিকদের সামনে ইডির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। তখনও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বালনোর জন্য তাঁকে চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। বুধবার এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইডি ও সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হন কুস্তল। তিনি স্বীকার করেছিলেন তিনি তৃণমূলকে চিঠি দিয়েছেন। আদালতে হাজিরা দেওয়ার আগে বহিষ্কৃত কুস্তলের যুব নেতা কুস্তল ফের বলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অভিষেকের নাম বলার জন্য আমার উপর বারবার চাপ সৃষ্টি করছে। সেই কথাই আমি বিচারকে জানিয়েছি।



পাতি পাথরের গায়ে ১৩ কোটি টাকার সোনার টুকরো, বিজ্ঞানীদের অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালেন এই ব্যক্তি



মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা ধনরত্ন নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। সিনেমাও কম হয়নি। কখনও কোনও পুরনো রাজবাড়ির গয়না পাওয়া যায়, আবার কখনও প্রচুর পরিমাণে দামি ধাতু, ধনরত্ন। মাটি বা পাথরে ধাতু খোঁজার জন্য সবার প্রথমে যার প্রয়োজন পড়ে, তা হল মেটাল ডিটেক্টর। যার সাহায্যে সহজেই গভীরে চাপা পড়ে থাকা যে কোনও জিনিসের সন্ধান পেয়ে যান বিজ্ঞানী ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা। কিন্তু এ তো গেল বিজ্ঞানীদের কথা, যাদের কাছে সব অসাধ্য সাধনই সম্ভব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। অস্ট্রেলিয়ার একজন স্বর্ণ খননকারী মাটির নীচ থেকে বিরাট এক সোনার তাল পেয়েছেন। তাও আবার সাধারণ একটি মাঠ থেকে। এখন প্রশ্ন হল তিনি কীভাবে এই ধারণা পেলেন যে, সেখানে স্বর্ণ (ওজনমূল্য) মজুত থাকতে পারে? অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ায় এই ব্যক্তি তাঁর মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে একটি মাঠে ধাতু খুঁজছিলেন। আর ঠিক সেই সময় মাটিতে পুঁতে রাখা একটি বিশাল পাথর দেখতে পান। কিন্তু মাটি থেকে তুলে আনতেই তিনি দেখেন সেটি আসতেই একটি সোনার খণ্ড। সবথেকে অবাক ব্যাপার হল তাঁর কাছে একটি খুব সাধারণ মেটাল ডিটেক্টর ছিল। তারপরেও তিনি সোনার সন্ধান পান। তবে কেন তিনি সেখানে যান? এর পিছনেও একটি ঘটনা আছে। তা হল এই ব্যক্তি যে রাজ্যটিতে গিয়েছিলেন সেখানে প্রচুর সোনা মাটির নীচে চাপা রয়েছে। এই কারণে রাজ্যটি ‘গোল্ডেন ট্রায়ান্গেল’ নামে পরিচিত। সেখানেই তিনি বিরাট একটি সোনার তাল খুঁজে পান। তিনি সেই সোনা মিশ্রিত পাথরটি নিয়ে পাশের গিলং শহরে লাকি স্টাইক গোল্ড নামে একটি দোকানে যান, যেখানে তিনি সেই পাথরের দাম জানতে পারেন। আপনার মনে হচ্ছে তো, যদি যেতে পারতেন এমন কোনও জায়গায়, যেখানে মাটি খুঁড়লেই বেরিয়ে পড়ত প্রচুর সোনা। এই সোনার তালের দাম জানলে আপনার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।

লোকানের মালিক ড্যারেন ক্যাম্প চলতি বছরের ২৭ মার্চ তাঁর ফেসবুক পেজে এই বিষয়ে পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, সোনার বিরাট খণ্ডটি দেখে তিনি অবাক হয়েছেন। ক্যাম্প বলেছেন, ‘লোকটি আমার কাছে একটি সোনার তাল নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তাতে ১০, ০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যার দাম প্রায় ৫.৪৬,০৩৯ টাকা) মূল্যের সোনা রয়েছে কি না? আমি বলেছিলাম এক মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যার দাম প্রায় ৮.১৮,৪০,৫০০ টাকা) আছে। কারণ এটি খুব ভারী ছিল। ওজন থেকে আমি অনুমান করতে পারেছিলাম যে, এতে প্রচুর পরিমাণে সোনা আছে। কিন্তু শেষে দেখা গিয়েছে, এই পাথরের ওজন ছিল ৪.৬ কেজির বেশি, যার মধ্যে ২.৬ কেজি সোনা পাওয়া গিয়েছে। যার মূল্য ১৬০,০০০ ডলার অর্থাৎ, ১৩.১৫ কোটি টাকা। যা আমি ভাবতেই পারিনি।’ তবে সেই খননকারীর নাম প্রকাশ্যে আসেনি। অস্ট্রেলিয়ার এই জায়গা থেকে সোনা পাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। ক্যাম্পের মতে, ৪০ বছরের মধ্যে এমন অনেক গুপ্তধন পাওয়া গিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সোনার তালটি ‘ওয়েলকাম স্ট্রেঞ্জার’ নামে পরিচিত। অস্ট্রেলিয়ার খনিতে কাজকরা শ্রমিকরা ১৮৬৯ সালে এটি আবিষ্কার করেছিল। এই পাথরের ওজন ছিল ৬৬ কেজি এবং এর দাম হবে প্রায় ২.৭ মিলিয়ন (ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২২,০৯,৬৯,৩৫০ টাকা।)

ধীরে-ধীরে বধির হওয়ার পথে বাদুড়, প্রথমবার এই তথ্য দিলেন বিজ্ঞানীরা



পরিবেশে থাকা প্রাণীদের জীবন সম্পর্কে কত জিনিসই বা মানুষ জানে। তবে সেই সব কিছুই উত্তর খুঁজে বের করেন বিজ্ঞানীরা। আর তাতেই বোধ হয় অজানা তথ্যও জানা হয়ে যায়। অনেকেই হয়তো জানেন না, স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শ্রবণশক্তি হারায়। কিন্তু বাদুড়কে কখনই সেই তালিকায় রাখেননি বিজ্ঞানীরা। আগে মনে করা হয়েছিল যে বাদুড়ের বার্ষিক, তার শ্রবণশক্তিকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করে না। কারণ এই প্রাণীরা অধিকাংশ সময়ই তাদের শ্রবণশক্তির উপর বেশি নির্ভর করে, যা তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। তবে বর্তমানে অন্য এক তথ্য তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানীরা। ইসরায়েলের ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক দেখেছেন যে, বাদুড় প্রায়শই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সহ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো তাদের শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে ইসরায়েলি বিজ্ঞানীদের করা এই গবেষণা অনুসারে, এটা সত্য যে বাদুড় বৃদ্ধ বয়সে তাদের শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কতটা হারায়, আর কেন হারায়, সে বিষয়েও গবেষণা করেছেন। আর গবেষনার ফলাফলে উদ্ভেগ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা দল। এর পিছনেও রয়েছে উৎসাহ আওয়াজে তারা শোনার ক্ষমতা প্রতিনিয়ত হারাচ্ছে। গবেষকরা দেখেছেন যে, এসব প্রাণী ১০০ ডেসিবেলের বেশি শব্দের তীব্রতা থেকেও বেঁচে গিয়েছে, যা মোটরসাইকেল বা বৈদ্যুতিক করাতের শব্দের সমান। সেখানে মানুষ মাত্র ৬৫ ডেসিবেল। অর্থাৎ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি শোনে তারা। তাহলে এবার ভাবুন, পরিবেশে হওয়া যে কোনও শব্দ ওদের কাছে কতটা জোরে পৌঁছায়। তার উপর আবার বাদুড় খুব কোলাহলপূর্ণ জায়গায় বাস করে, যা যে কোনও মানুষ বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর শ্রবণ ক্ষমতার উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। বিজ্ঞানীদের প্রতি বছর এক ডেসিবেল করে শ্রবণশক্তি হ্রাস পায় বাদুড়ের। তবে অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় আরও প্রজাতির বাদুড়ের আয়ু অনেক বেশি। তাদের জীবনকাল প্রায় ৪০ বছর। টেল অভিজ ইউনিভার্সিটির নিউরোলজিস্ট ইয়োনি ইয়োভেল বলেন, “অনেক প্রাণীরা বেশি কোলাহল যুক্ত এলাকায় বেঁচে থাকতে পছন্দ করে।

জনপ্রতি জলের জোগান কমছে টানা ৭৫ বছর ধরে, কতটা ভয়াবহ ভারতের জলচিত্র?

“নাঃ একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেস্তায় মগজের ঘিলু শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে?” সুকুমার রায়ের ‘অবাক জলপান’-এর শুরুতে এভাবেই ‘ছা’তা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ, যার ‘পিঠে লাগির আগায় লোটা-বাঁধা পুটিলি, উল্কাখুস্কে চল শ্রান্ত চেহারা’। আর এরপরই ‘ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ’-এর পর তাঁর উদ্দেশ্যে পথিকের সেই অমোঘ প্রশ্ন: “একটু জল পাই কোথায়?” এই জলই অনেকদিন ধরে দুর্ভিক্ষতার কারণ, কারণ তথ্য বলছে, ১৯৪৭ সাল থেকে মাথাপিছু একজন মানুষের যত পরিমাণ জল লাগে, তার পরিমাণ প্রায় ৭৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। অর্থাৎ সহজ কথায় বলতে গেলে মানুষের ব্যবহার্য জলের পরিমাণ ক্রমেই কমছে। অনেকই হয়তো জানেন না, এই পৃথিবীর মোট জলের ৯৭ শতাংশ লবণাক্ত এবং পানের যোগ্য নয়। আর ২ শতাংশ তুষার হয়ে জমাট বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। মাত্র ১ শতাংশ জল সারা পৃথিবীর মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে। এবার কী মনে হওয়া উচিত? জল শেষ হতে পারে না? ভয়াবহ দিন আসছে সামনে। ‘সেন্ট্রাল থাউন্ড ওয়াটার বোর্ড’-এর রিপোর্ট বলছে, ১৯৮৬ সালে কলকাতা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত এলাকায় গভীর নলকূপের সংখ্যা ছিল ২৩২টি এবং হাতপাম্প-যুক্ত অগভীর নলকূপ ছিল ৫,০০০টি। গভীর আর পাম্প-যুক্ত অগভীর নলকূপ দু’ধরনের নলকূপের মাধ্যমে মাটির নীচ থেকে তোলা জলের পরিমাণ তখন ছিল ১২১.৫ মিলিয়ন লিটার (দৈনিক)। ২০০৬ সালে সেই সংখ্যা কমলেও শহর থেকে এখনও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি নলকূপ।

‘সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট’-এর তরফে প্রকাশিত ‘স্টেট অব ইন্ডিয়া’জ এনভায়রনমেন্ট ২০১৯’ রিপোর্টে জলের অভাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়। ওই রিপোর্টে ২০১৮ সালে প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াইন্ডলাইফ ফাউন্ড’-এর (৬৯৬৩৫৭) একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করে যা বলা হয়েছে, তা রীতিমতো আশঙ্কাজনক। কী সেই কথা? ভারতের যে ক’টি শহরে পানীয় জল নিয়ে ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি হতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হল ‘সিটি অফ জয়’ কলকাতা। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন, দেখে নেওয়া যাক:বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এখনই যদি জলের অপচয় বন্ধ না করা হয়, তাহলে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। জলের অপচয় রোধ করার জন্য প্রতি বছর ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবস পালিত হয়। জলের অপচয় পালিত এবং মানুষকে এর গুরুত্ব বোঝানোর

জানাচ্ছেন, বৃষ্টির ধরন বদলানোর ফলে এমনতরোই ভূগর্ভস্থ জলটান পড়ছে। সেই অবস্থায় জলের এই ধরনের অপচয় ভবিষ্যতে জলসঙ্কট ডেকে আনতে পারে। যার মাসুল গুনতে হতে পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। এমনকী যেখানে গোটা দেশের মানুষ ভূগর্ভস্থ জলের উপরই নির্ভরশীল, সেখানে এই জলকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা উচিত। ‘দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া’-র এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের মধ্যে সরকারের ‘জল জীবন মিশন’-এর অধীনে যদি ভারতের সব বাড়িতে জলের কল স্থাপন করা যায়, তবেই একমাত্র ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ কমানো সম্ভব হবে। তবে এই মিশন সফল হওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ দেশের রাজধানীতে প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে জলসঙ্কটের সমস্যা। বিশেষত গ্রীষ্মকালে এই সঙ্কট আরও বেড়ে যায়। দিল্লি যমুনা নদীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নদীটি ধীরে-ধীরে খুবই খারাপ অবস্থায় চলে যাচ্ছে। দিল্লি ওয়াটার বোর্ডের



মতে, দেশের রাজধানী মোট জলের চাহিদার ৯০ শতাংশেরও বেশি জলের জন্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর নির্ভরশীল। ভূগর্ভস্থ জল ছাড়াও গঙ্গা, যমুনা ও দিল্লি অববাহিকা থেকে জল পাওয়া যায়। বর্তমানে রাজধানীর ৯৩ শতাংশ বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্যান্য শহরের মানুষ দিল্লিতে আসায় এখানে দ্রুত জলের চাহিদা বাড়ছে। আগামী দিনে দিল্লিবাসী ব্যাপক জলসঙ্কটের সম্মুখীন হতে পারেন। আগামী বছর রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রকাশিত তথ্য বলছে, ২০১৬ সালে পৃথিবীর ৯.৩৩ কোটি জনসংখ্যা জলসঙ্কটের সম্মুখীন হতে পারে। এর পর অনেক দেশেই এই জলসঙ্কট দ্রুত বেড়ে যায়। এশিয়ার প্রায় ৮০ মানুষ জলসঙ্কটের সম্মুখীন। এই সমস্যা উত্তর-পূর্ব চীন, ভারত ও পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি। এসব দেশের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের জন্য পানযোগ্য বিশুদ্ধ জলটুকুও নেই। শুধু যে এসব দেশ তা-ই হয়, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশেই

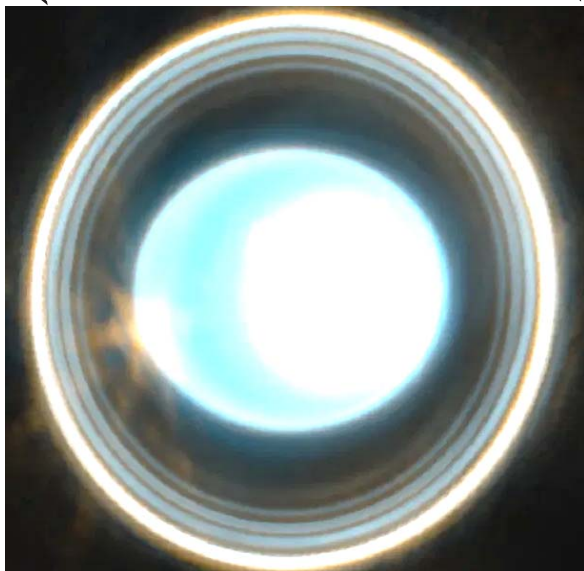
একদিনে ১১৬০০ বার ভূমিকম্প, যখন তখন ফাটতে পারে কলম্বিয়ার এই আগ্নেয়গিরি

প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে কতটা ভয়ানক হতে পারে, সেটা তাইহি জানে যারা সেই ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। তার উপর যে হারে প্রকৃতি তার ভরসাম্য দিনের পর দিন হারানোছে, তাতে পৃথিবীর সব মানুষকে খুব শীঘ্রই ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে। এমনটাই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা এর আগেও বহুবার প্রকৃতি নিয়ে সতর্কতা দারি করেছেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা যে বার্তা দিয়েছেন, তা বেশ উদ্বেগজনক। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, কলম্বিয়ার নেভাডো দেল রুইজ আগ্নেয়গিরি, পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে চলেছে। ৩৮ বছর আগের জেগে উঠেছে এই আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরি থেকে আসা সংকেত যে কলম্বিয়ার সরকারের ঘুম ফেড়িয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা থাকে না। তাহলে এখন প্রশ্ন একটাই, তা হল বর্তমানে কলম্বিয়ার সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে? আর এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কতটা ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে পারে? বর্তমানে আগ্নেয়গিরির প্রভাবকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন যোগাযোগের তরন কোনও বহন্বা নেই। তাই আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি বসবাসকারী লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন হতে পারে।

তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার আগেই অনেক বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে। আর সেই সঙ্গে গ্লোবাল ভ্ৰম্মানিজম প্রাথম স্তরটি একটি আপডেট দিয়েছে। তাতে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের ৩০ মার্চ, প্রায় ১১,৬০০টি

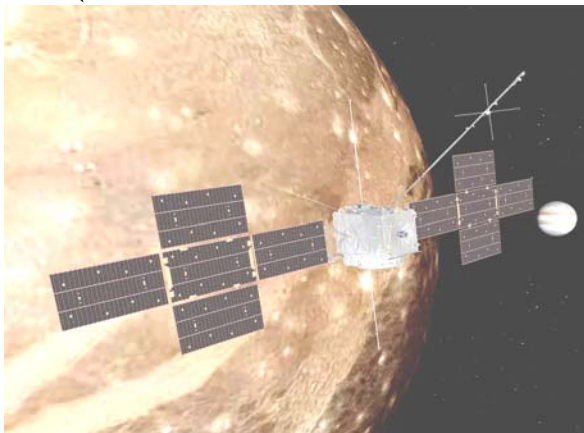
ভূমিকম্প শনাক্ত করা হয়েছিল। যা আগামী দিনে বড় ধরনের বিস্ফোরণের কারণ হতে পারে। প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো আগ্নেয়গিরির আশেপাশে বসবাসকারী লোকজনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব এলাকা সরিয়ে নিতে বলেছেন। সেখান থেকে আড়াই হাজার পরিবারকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। কিন্তু কিছু মানুষ এমনও আছে, যারা তাদের জায়গা ছাড়তে রাজি নন। শুনে অবাক লাগছে তাই না? এত বড় বিপদ

শুধুই বরফ আর বরফ, ইউরেনাসের এত স্পষ্ট ছবি আগে দেখেনি বিশ্ব



কিছুদিন আগেই আকাশে মহাজাগতিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন অনেক মানুষই। তাঁদের গায়ের আলোর বিন্দু থেকে শুরু করে আকাশে পাঁচটি গ্রহের উপস্থিতি, সব কিছুইই সাক্ষী ছিলেন বহু মানুষ। রাতের আকাশে চাঁদের খুব কাছাকাছি ছিল বৃহস্পতি, বুধ, শুক্র, ইউরেনাস এবং মঙ্গল এই পাঁচ গ্রহ। তার তারমধ্যে ইউরেনাসকে খালি চোখে খুব একটা যে খারাপ দেখা গিয়েছে, তা একেবারেই নয়। তবু মহাজাগতিক যে কোনও কিছুই স্পষ্ট দেখার হচ্ছে কার-ই বা না থাকে। আর সেই হচ্ছেই পূরণ করল ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমেরিকান স্পেস এজেন্সি নাসার সবচেয়ে শক্তিশালী জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ইউরেনাসের একটি আশ্চর্যজনক ছবি তুলেছে। যাকে বরফ গ্রহও বলা হয়। সবথেকে বড় ব্যাপার হল যে ছবি সামনে এসেছে, তাতে এই গ্রহের চারপাশে একটি রিং দেখা গিয়েছে। এর আগে হাবল টেলিস্কোপও ইউরেনাসের এত বড় ছবি তোলেনি। এই ছবি তোলা আর পাঠানোর যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০২২-এ। যখন NASA JWST-এর সাহায্যে নেপচুনের ছবি প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এবার বরফ গ্রহ ইউরেনাসের ছবি সামনে আসতেই বিজ্ঞানীরাও অবাক হয়েছেন। NASA তাদের সোশাল মিডিয়া পোস্টে সেই ছবি শেয়ার করেছেন। তারপরেই ইলন মাস্কও এই ছবির প্রশংসা করেছেন। বরফ গ্রহ ইউরেনাসের ব্যাসার্ধ ২৫,৩৬২ কিমি। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাইনাস ২১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। সূর্যকে এক বৃত্তাকার করতে ৮৪ বছর সময় লাগে। ইউরেনাসের এই সুন্দর ছবিটি JWST-এর Webb Near-Infrared Camera (NIRCam) দিয়ে তোলা হয়েছে। এর আগে হাবল, ভয়েজার-২ এবং কেক অবজারভেটরি ইউরেনাসের ছবি তুলেছিল। এই গ্রহের সৌন্দর্যেই ফুটে উঠেছে নীল রং, সাপা রং এবং তার উপর অবজা-চকচকে রিং। যে অংশ সূর্যের দিকে রয়েছে, তা মূঞ্জের মতো জ্বলছে। ইউরেনাসের মেরুতে একটি ভিত্তি আভা দেখা গিয়েছে। এর পৃষ্ঠে জল, মিথেন এবং অ্যামোনিয়া রয়েছে। ওয়েবের ছবিতে ইউরেনাসের ১৩টি বলয়ের মধ্যে ১১টি দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, JWST মাত্র ১২ মিনিটের জন্য ইউরেনাসের দিকে ঘুরেছিল। আর তখনই এই দুর্দান্ত সব ছবি এসেছে। আরও কিছুক্ষণ থাকলে অনেক দৃশ্য দেখা সম্ভব হত। তবে এই ছবির ভিত্তিতে বর্তমানে ইউরেনাস নিয়ে বিশদ গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা।

আট বছরের সফরে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে JUICE, আলাপ সারবে বৃহস্পতির ও উপগ্রহের সঙ্গে



প্রতিবছরই বিশ্বের উন্নত দেশগুলি মহাকাশে তাদের নতুন অভিযান বা মিশন শুরু করে। ২০২৩ সালেও এর ব্যতিক্রম ঘটছে না। চলতি বছরে চাঁদ ও মহাকাশের আরও দূরে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করেছে রাশিয়া, ভারত ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি আর তারমধ্যেই ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সি একটি সুখবর নিয়ে হাজির হল। তারা খুব শীঘ্রই তাদের রকেট উৎক্ষেপণ করবে। রিগত একক বছর হলে তারা আয়রিয়ান স্পেস এবং এয়ারবাস, এই দু’টি রকেট নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিল। এই মিশনের দেরি হওয়ার পিছনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণ দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। তবে অবশেষে এই রকেট লঞ্চ করা হয়েছে। ১৩ এপ্রিল ২০২৩-এ ফ্রেন্স গায়ানা থেকে কৌরো স্পেসপোর্টে একটি দর্শনীয় মিশন চালু করতে যাচ্ছে এজেন্সি। মিশনটির নাম রাখা হয়েছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি জুপিটার আইসি মুন এক্সপ্লোরার এই রকেটের জ্বাল হলে বৃহস্পতির তিনটি উপগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করা। এই প্রকল্পের ব্যয় ১৪,২৭০ কোটি টাকা। ভারতীয় সময় অনুযায়ী ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা পৌনে ছটার দিকে লঞ্চটি হবে। JUICE মহাকাশযান ২০৩১ সালের জুলাই ছাড়ে বৃহস্পতির কক্ষপথে প্রবেশ করবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অর্থাৎ, ৫৯৬৩ কেজি ওজনের অরবিটারটি আট বছর ধরে মহাকাশে ভ্রমণ করবে। তবে নাসার ইউরোপা ক্লিপার মহাকাশযান JUICE-এর আগেই পৌঁছে যাবে। এটি ২০৩০ সালের এপ্রিলে বৃহস্পতির কক্ষপথে থাকবে। কারণ নাসার যানটি শটকাট দিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ কম পথ অবলম্বন করে। পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহ প্রদক্ষিণ করে বৃহস্পতি গ্রহে পৌঁছাবে নাসার যান। সেখানে, JUICE পৃথিবী এবং শুক্র প্রদক্ষিণ করে বৃহস্পতির কক্ষপথে পৌঁছাবে। JUICE-এর কাজ হবে সৌরজগৎ-এর সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির তিনটি উপগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করা। আয়রিয়ান-৫ নামের রকেট করে বৃহস্পতির সবচেয়ে বড় তিনটি উপগ্রহ গ্যানিমেড, ক্যালিস্টো ও ইউরোপাতে পাঠানো হবে জুসকে। আয়রিয়ান-৫ ইসিএ রকেটের উচ্চতা ৫০ মিটার। প্রস্থ ১১.৫ মিটার। এই ফ্লাইটের নাম দেওয়া হচ্ছে VA260। যদিও রকেটটির ওজন ৭৯০ টন। কিন্তু কেন করা হবে এই পর্যবেক্ষণ? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, তিনটি উপগ্রহে জমা হওয়া বরফ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যই JUICE-কে পাঠানো হবে। এছাড়াও সেখানে কোনও সমুদ্র আছে কি না তাও দেখাবে। অর্থাৎ যদি সমুদ্র থাকে, তাহলে সেখানে প্রাণ খুঁজে পাওয়ার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যালিস্টোর চারপাশে ২১টি ফ্লাইবাই তৈরি করবে। গ্যানিমেডের চারপাশে ১২ বার ঘুরবে। দু’বার ইউরোপার চারপাশে ঘুরবে। JUICE মহাকাশযানটি এই ধরনের প্রথম মিশন, যা শুধুমাত্র বৃহস্পতির তিনটি উপগ্রহেই জ্ঞানই ডিজাইন করা হয়েছে।



ସମ୍ପାଦକୀୟ କଳାରେ

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার ছায়া

দাম বাড়ছে জিনিসের। একাধিক সংস্থায় চলছে ছাঁটাই। সব মিলিয়ে ২০২০ সালটা খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। তার মাথো আবার বিংশ অর্থনীতিতে মানার খবর শোনালে আইএমএফ প্রধান। তিনি জানিয়েছেন চলতি আর্থিক বর্ষে ও শতাংশ কম আর্থিক বৃদ্ধি হবে বিশ্ব অর্থনীতিতে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মানার ছায়া। তাও আবার ১-২ শতাংশ নয় একেবারে ও শতাংশ কম আর্থিক বৃদ্ধি হবে বলে পূর্বভাষ্য দিয়েছেন আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টিনা লার্জিয়া। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্ব অর্থনীতির প্রাচ্য অত্যন্ত যীর গতিতে হচ্ছে। আগামী ৫ বছরে অত্যন্ত ধীরে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হবে। আন্তর্জাতিক মনিটরি ফান্ডের প্রধান, ও শতাংশ কম হারে বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধি হবে। গতবছরে ও ০.৪ শতাংশ কম বৃদ্ধি হতেছিল বিশ্ব অর্থনীতিতে। এই পরিস্থিতি দীর্ঘসময় ধরে থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বিশ্ব অর্থনীতি এই মন্দার নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। একদিকে করোনা মহামারী যেমন রয়েছে। তেমনই রয়েছে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ। রয়েছে তেলের দাম বৃদ্ধি। রয়েছে আমেরিকায় রিসেশন। আইএমএফ প্রধান আরও জানিয়েছেন ১৯৯০ সালের পর এই প্রথম এত কম আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে দেশে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। তার মধ্যে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলিই বেশি। করোনা সংক্রমণের কারণে গোটা বিশ্বে এমনটিতে প্রবল আর্থিক মন্দা দেখা দিয়েছে। করোনা মহামারীর কারণে থেকেই ক্ষুধা আর আর্থিক সংকট বেড়েছে মানুষের মাঝে। মোটের উপর খুব একটা ভাল পরিস্থিতির কথা শোনানি আইএমএফ প্রধান জ্বালানির দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান-পাকিস্তান অর্থনৈতিক শেগুন্টে ভুগছে। মুদ্রাস্ফীতি দেখানো রেকর্ড আকার নিয়েছে। মানুষ ২ বোলা খাবার জোগাতে হিমসিম খাচ্ছে। এতটাই কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পাকিস্তানে। করোনা ধাক্কা কাটিয়ে উঠলেনও ভারত খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। আর্থিক পরিস্থিতি খুব একটা ভাল নয়। মুদ্রাস্ফীতি ভারতেও ভয়াবহ আকার নিয়েছে।

যান সন্ত্রাসে আহত এক পুলিশ কর্মী

উদয়পুর প্রতিদিনছে উদয়পুর শহরে যান স্বাস্থ্যস অব্যাহত। বৃধবার আব্বারে ভাৰ্যাবহ যান দুৰ্ঘটনায় গুৰুতৰ যান দুৰ্ঘটনা জেলা পুৰণি শাসন পুৰণি নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এক সন্দৰ্শ। স্ববাস্বেৰে জানা যায় বিলাশগড় থেৰে একটী মারুতি সজুজী গড়ি বিলেনিয়ার দিকে যাওয়ার সময় উদয়পুর ডন বক্কুল সলং জাতীয় মড়কে পুৰণি কৰ্মীৰ বাহিকে সন্দৰে আৰু কৰ্মীৰে। এতে কৰে পুৰণি কৰ্মী বাহিকে থেৰে ছিটকে পেড়ে যায় আৰু আৰু যাবোৱাৰে ৰক্তাভ হুয়ে যায় সেই কৰ্মী। পৰবৰ্তী সময়ে স্থানীয় লোকজনৰ দেখতে পেয়ে অগ্নি নিৰাপক দপ্তৰকে খবৰ দেয়। এৰণৰাই তাকে উদ্ধাৰ কৰে নিয়ে যায় জেলা হাসপাতালে। বৰ্তমানে পুৰণিৰে চলছে চিকিৎসা। এদিকে হাসপাতাল সুৰে জানা গিয়েছে পুৰণি কৰ্মীৰ হাত এৰে পাৰে প্রাণত আৰুত পেয়েছে। একেই এই দুৰ্ঘটনা বৰৰ পেয়ে তৎক্ষণাট্টে যায় আৰুতপুৰ থানাৰ ইন্সপেক্টৰ এল ডালৰং ও এএসআই অৰ্জুন মুজুমদাৰ।

PRESS NOTICE INVITING TENDER No.
e-PT-II/EE/RD/STB/2023-24,
Dated-11/04/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Santibazar Division, Santibazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form no-7 up to 2:00 P.M. on 19/04/2023 for One (One) no Construction work. For details visit website <https://tripuratenders.gov.in> and contact at M-877480265. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA- C-132-23

Executive Engin
D Santirbazar Division
ntirbazar, South Tripura

কেন চৈত্র সংক্রান্তি, এই দিনে বাংলা জুড়ে কী ধরনের পরব এবং উৎসবে মেতে ওঠে মানুষ

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ চৈত্র মাস
মানেই মেলা আর উৎসবের
ফুলগরি। আর নতুন বাংলা বর্ষ
আসার প্রতীক। চৈত্র মাসে
সবচেয়ে জনপ্রিয় দিবাট হল চৈত্র
সংক্রান্তি। এই দিবাটকে অবশ্যই
করে বাংলার বুকে রয়েছে একাধিক
লোকান্তর থেকে পূজা-আর্চা এবং
সামাজিক বিধি। যাঁদের কাহিনি
বেশ আকর্ষণীয় করার মতো। আর
এই চৈত্র সংক্রান্তি কাহিনির মধ্যে
দিয়ে সামনে আসে বাংলার
সমাজজীবনের চালচলি এবং
সমাজনীতি ও সংস্কৃতি। যা বাংলা
ভাষের পরও আজও অম্লিন।
চৈত্র সংক্রান্তি মূলত হিন্দু প্রধান
উৎসব হলেও বাংলার মুসলিম
সমাজেও সমানভাবে সমাদৃত।
আর এই বাংলার বুকে চৈত্র
সংক্রান্তি মুসলিমদের কাছেও
সমান মূল্য ও তাৎপর্য এবং ঐতিহ্য
বহন করে। কেনে চৈত্র সংক্রান্তি
চৈত্র সংক্রান্তি হল চৈত্র মাসের
শেষ দিন। এই দিনের শেষে মানেই
বাংলার নতুন বছরের সূচনা। মানে
পয়লা বৈশাখ। যা বাংলা নববর্ষ
মানেই পরিচিত। লোককল্পায়
প্রচলিত রয়েছে চৈত্র মাস এবং

তার শেষ দিন যেহেতু সংক্রান্তি তার এই দুর্ভাগ্যে মিলে তেরি হয়েছে চৈত্র সংক্রান্তি শকাব্দ। বাংলার জনজীবনে সবচেয়ে বেশি মেলা হয়ে উৎসব নাকি হয় এই চৈত্র সংক্রান্তিতে। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী সংক্রান্তি এক পবিত্র এবং উৎসবমুখ্য দিন। জনগণে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বাংলার সমাজজীবনে এই মাস চৈত্র ও বৈশাখ-ভাদ্রাবৈ চৈত্রমাস ও বৈশাখ মাসের নামকরণ লোককথায় প্রচলিত যে দক্ষরাঞ্জ তার ২৭ মেরের নামকরণ করেছিলেন। ২৭টি দক্ষরের নাম থেকে এই দক্ষরাঞ্জের এক মেরের নাম ছিল চিত্রা এবং অন্য এক মেরের নাম ছিল বিশাখা। চিত্রা নামটি নাকি দক্ষরাঞ্জ নিয়েছিলেন তিত্তা দক্ষর থেকে। প্রবর্তিত সময়ে দক্ষরাঞ্জের কন্যা চিত্রা তার দেখে জন্ম হয়ে চৈত্র মাসের। আর এক কন্যা বিশাখার নাম থেকে নাকি জন্ম নিয়েছিল বৈশাখ নাম। লোককথায় এমনই দাবি করা হয়েছে। আর এই কাহিনী আজও এপার এবং ওপার বাংলার প্রচলিত।

চৈত্র সংক্রান্তিতে শাকম উৎসব
চৈত্র সংক্রান্তি দিনে গ্রাম-বালার
বেড়-বালি ঝোপ-জঙ্গল থেকে
প্রথা মেনে ১৪ বকরমের শাক
তুলে আনতেন। সেই শাক
একদিকে রেখে এই দিনে খাওয়া
হত। আজও পশ্চিমবঙ্গ এবং
বালোদেশের বহুতো এইভাবে
ঝোপ-জঙ্গল থেকে শাক তুলে
এনে খাওয়ার রীতি
রয়েছে। এই প্রথা
শাকম উৎসব
নামে
পরিচিত।
কোথাও
সন্ধ্যাও চৈত্র
সংক্রান্তি দিনে
নিরামিষ খাওয়ার প্রথা
রয়েছে। এই দিন
ভিটে-মাটিতে
মাছ-মাংস আনা এই
সন স্থানে নিষেধ।
চৈত্র সংক্রান্তিকে অবলম্বন করেই
হলধাখা উৎসবের জন্ম
জমিদারির খাজনার
হিসাব-নিকাশ হতো চৈত্র
সংক্রান্তি দিনে। সারাবছর কে
কত খাজনা জমা করবে, কার

কত খাঙ্কান বাকি রয়েছে তা চৈত্র সংক্রান্তির মধ্যে চূড়ান্ত হতো। এরপর বৈশাখের প্রথম দিনে, বাংলা নববর্ষের দিনে নতুন খাওয়া সেই হিসাব তোলা হত। এই প্রথা হালখাতা নামে পরিচিত।

পূর্ববঙ্গীকালে এই হালখাতার চল



দোকানো-দোকানো ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মালিকগণও তাদের ক্রেতাদের হিসাব-নিকেশ নতুন খাওয়া ভুলে রাখতে শুরু করেন। নববর্ষের দিনে। যার ফলে হালখাতা উৎসব এক ব্যাপক আকারে নেয়। হালখাতার এই উৎসব আজ অনেকটা মান হলেও

গমের শরৎ। এখনও রয়েছে। গ্রাম-বাংলায় আজও এই ছালাখাতা নিয়ে মানুষ আনন্দ মেতে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে গমের ছাত্তর শরৎ। চৈত্র সংক্রান্তিতে যেমন খাজনার নতুন হিসেব হত। তেমনি এই দিনের পরের দিব পয়লা পৌরোষে গ্রাম-বাংলায় গমের ছাত্তর, দই, পাকা বেল দিয়ে তৈরি বিশেষ শরৎ খাওয়ারও প্রচলন বহুকাল থেকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে তালতলার শিরিন। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রাম-বাংলায় আরও এক বিশেষ উৎসব তালতলার শিরিন। এই দিনে

প্রতিটি বাড়ি থেকে চাল-ভালের শুভ্র, দুধ সঞ্চারিত থাকে। যে বাড়িতে গরুর আঁচড়া থাকে না তারা অর্থ দিয়ে নেয়। এরপর গ্রামের বেকাগ ও পবিত্র তারা গাছের নিচে বা কাণ্ডাছের নিচে এই জিনিষগুলো দিয়ে তৈরি হয় শিরিন। যা তালানার শিরিন নামে পরিচিত। এরপর তা গ্রামের মানুষের মধ্যে বিল করে দেওয়া হয়।

চৈত্র সংক্রান্তিতে নীল উৎসব বলে কাণ্ড পড় পড় মাথাপা গাণ্ডি নোখ, গায়ায় কড়াচ্ছেন নালা এবং হাতে ত্রিশূল নিয়ে শিবের সাজ, সঙ্গ আবার দেবী পার্বতীর সাজে কেউ একজন, গ্রামের সদস্যদের আবার খোল-করতাল, ঢাক-ঢোল নিয়ে ঝিঁঝু জ্ঞন। দলগতভাবে একজন আবার পাগলি সাজে থাকে। যাকে হনু বলে পরিচয় দেওয়া হয়। এরা দলে দলে বাড়ি বাড়ি ঘোরে এবং শিব-পার্বতীর গায়ে গায়ে শিঙা ১০-এর অঙ্কন করে। এই শিঙা সাজের দলকে নীল বালা। এদের আবার লঙ্কন দলগতি থাকে

মিনি বালা নামে পরিচিত। যিনি
নীরু ভট্টরকে হাতে ধরে থাকেন।
বাড়ির ডাক্তার লেপে বা কোনও
গৃহস্থ উঠানে আলনা দিয়ে
সেয়ে সেখানেই নীলকে প্রস্তুত
করে। চন্দ্র নাইলের নাচ বা শিবের
গারল। এটাই নীল উৎসব নামে
পরিচিত।
চন্দ্র সংক্রান্তিতে গুপ্তীরাপূজা
এই দিনের আরও একটি বড়
আচার এবং অনুষ্ঠান হল গুপ্তীরা
নাচ। আজও বরেন্দ্র অঞ্চল এবং
বঙ্গদেশের রাজশাহীতে চন্দ্র
সংক্রান্তি দিনে গুপ্তীরা প্রচলন
এরাজে। বরেন্দ্র অঞ্চল বলতে
এসার বাংলার মালদহ, দুই
দিল্লীপুরে চন্দ্র সংক্রান্তিতে
গুপ্তী নাচ হয়। গুপ্তীরা নাচের
সঙ্গে হয় গুপ্তীরা পূজা এবং শিবের
পূজা হয়।
চন্দ্র সংক্রান্তি আরও এক উৎসব
বিলুপ্ত বা বেসাতি
বাঙ্গালদেশের মধ্যে এখন পাড়ে
চাকমা এলাকা। এই চাকমার
বাসিন্দা চাকমা নামে পরিচিত।
এখানে চন্দ্র সংক্রান্তিতে একটি
বিশেষ পুরণ অনুষ্ঠিত হয়। এর
নাম বিজু বা বেসাতি। এই

নামকরণের পিছনেও রয়েছে এক ইতিহাস। কারণ, বেসারি নামের সমস্ত জুড়ে রয়েছে ত্রিপুরার প্রেস, মান্নামের সাগ্রহী ও কাম্বাদের বিজু উৎসব। এই উৎসবের আদ্যমঞ্চলো নিম্নে তৈরি হয়েছে বেসারি। তবে, বিজু বা বেসারি পালিত হয় দুদিন ধরে।

চৈত্র সংক্রান্তি এবং বসোনা বৈশাখ নিয়ে এই উৎসব। এছাড়াও চৈত্র সংক্রান্তির আগেই বাসে ফুল বিজু উৎসব। ওই দিনে চাকমা মেয়েরা সহস্র হাজার ফুল সমন্বিত মেয়েকে। সহস্র হাজার ফুলের বিনিময়ে ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগ দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা হয়। এক ভাগ ভালে বাসোনি দেওয়া হয় এবং বাকি এক ভাগ দিয়ে ঘর সাজানো হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে পালিত হয় মুন বিজু। এই দিনে চাকমা বুদ্ধদের ঘরে মূর্তিকে মান্ন কানো হয়। ছেলেরা মেয়েরা তাদের বুদ্ধ দাদু-দিদামাকে নী বা কাছের জামশায় থেকে জল বয়ে নিয়ে এসে মান্ন কানো আশীর্বাদ নেয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে পাজন চাকমাদের ঘরে এই রন্ধনের আয়োজন হয়।



শেষে প্রতিনিধি ॥ বাংলা
ছত্রের শেষে মাস চত্রেয়
শব্দান্বিত চৈত্র সঙ্গতি
হিসেবে পালন করা হয়।
পূর্ণাঙ্গতবে, এ দিনের নামকরণ
পারা হয়েছিল 'চিত্রা' নক্ষত্রের
নামানুসারে। অদিগ্রহ পুরাণে
বর্ণিত আছে, সাতাশটি নক্ষত্র; যা
রাাত্রা প্রজাপতি দক্ষের
সুন্দরীকন্যার নামানুসারে
সময় প্রবাদতুল্য সুন্দরী এ
নক্ষত্রের বিয়ে দেওয়ার চিত্রায়
উৎকলিত রাজা দক্ষ উপযুক্ত
পাত্র খুঁজে লাগলেন তিনি।
পাঠের খুঁজে কন্যাদের যোগ্য
পাত্র পাচ্ছিলেন না প্রজাপতি
দক্ষ। শেষমেষ একদিন মহা
মুম্বাৎসব উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিয়ে
দিলে দক্ষের সাতাশ কন্যার।
দক্ষের এক কন্যা চিত্রা
নামানুসারে চিত্রা নক্ষত্র এবং
চিত্রা নক্ষত্র থেকে ত্রৈ মাসের
নামকরণ করা হয়। রাজা দক্ষের
আমের অনন্য সুন্দরী কন্যা
প্রজাপার নামানুসারে 'বিশাখ'
নক্ষত্র এবং 'বিশাখ' নক্ষত্রের
নামানুসারে বৈশাখ মাসের
নামকরণ করা হয়।
রাঙালি ব্রিটিশে দিনটি পালন
করা মাস উৎসব
আয়োজনে। মূলত খাজনা
উৎসবের দিনটিকে দিনটিকে পরবর্তীতে
উৎসবের দিন থাকা কয়।

সালতামামির খাজনা সবটুকু শোধ করলে আলাদা করে কোনো সুদ লাগবে না। তাহি দলে দলে মানুষ সেখানে উপস্থিত হতো। এ সুযোগে



পেয়েছিলেন এ নিষ্ঠুরতার
বর্ণনাগুলো। কুমিল্লা, ময়মনসিংহ
ও বরিশালের জমিদাররা তার
মধ্যে অন্যতম। যদিও চড়ক
সংক্রান্তিতে বড়শি ফোঁড়া বা বাণ

সুন্দর হুদানি। এমনকি তেঁও চৈত্র মাস
রম্ভণ্ড শুক্ৰ মাস। এ সময় মানুষের
কিছুই কোনো কাজ থাকে না।
মাঠ-খাট পানির অভাবে ফেটে
চেঁচরি। সেখানে ফসল ফলানো
আসে না। এবার সারাবছর
বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ নানা দুর্যোগ
জলিৎ বালার সঙ্গী। তিন বেলা
খাওয়ার মতো ফসল থাকতে না
যারে। সেখানে জমিদারের
খাজনা পিশিখে কম মড়ার
উপায় খাওয়ার ঘা হয়ে চেপে
বসত কৃষকের পিঠে।
কিন্তু জমিদাররা প্রজাদের
খাজনা জমা দেওয়ার শেষ দিন
জলিৎ করেছিল। সেই চৈত্রেও
৩০ তারিখ। খাজনা দেওয়ার
ভয়ে বড় প্রান্তিক কবচা বেয়া
হতেন। অত্যাচার করতো এটা
ছিল জমিদার-মহাজন ও
ব্যবসায়ির সম্মিলিত ফাঁদ,
যেখানে প্রতিটি মানুষ পা দিতে
হোক বা হতো না। নিতারণে তাড়ায়
হোক বা অভিশ্রয়োজনে, দায়ে
পড়ে এ তিন শ্রেণির কাজকে যেতে

অভিভাব করছে দেখানো।
এ দৃশ্য দেখে সাধারণ মানুষ ভয়ে
সিঁট হয়ে যেত। তাদের
পরোক্ষভাবে যেন এটাই
বোঝানো হতো, খাজনা দেওয়া
কিছু থাকলে তাদের অবস্থাও
এরকম হবে। এতে খুশি হয়ে
জমিদাররা পাঁচা বল দিতেন,
‘মলার আয়োজন করতে
না, আড়ং বসাতেন। সমগ্র অংশে
সহায়ক করতেন গালায় গলা’ মিলিয়ে
সাহায্য করতেন সাহায্যে,
মহাজন ও ব্যবসায়ীরা।
চাকু পেরিয়ে গোলেও সাধারণ
মানুষ কয়েক শ্রেণির কেউই
বৈশাখী নববর্ষের প্রতি আকৃষ্ট
হতে পারতেন না। কারণ কটকের
শেষ দিনের সেই ভয়াবহ
মারিকি ও শারীরিক যন্ত্রণা
তাদের রাস্তাতে ঘুম কেড়ে নিত।
অপেক্ষার বছরের সেই দিনটির জন্য
আপেক্ষার সহর গোনা শুকু হতো
সেই নিরুদ্ধ্য রাত্রেই। পরের
বছরও যখন সাধারণ কৃষক
খাজনা দিতে পারতেন না; তখন

কোনোভাবেই দেশাধী নববর্ষ
আমাদের আদি নববর্ষের
সুস্মারদে ছিল না। তবে
নববর্ষের সূচনা সেকালে খুব
সুন্দর ছিল না বাঙালির
জীবনে। বাংলা নববর্ষের আগে
চৈত্র সংক্রান্তি উদযাপন নিয়ে
কথি অজানা কথা
বসন্তের বিদ্যায় চৈত্রের প্রবেশ।
মরুশুমের এই পরিবর্তনের
মাঝের সময়টি সংক্রান্তি। চৈত্র
হয়ে চৈত্রীদের আগমনে
পালিত হয় চৈত্র সংক্রান্তি। এমন
এক দিনে বাংলার কোণে কোণে
যেমন বর্ষদ্বয় লোকচান পালিত
হয়, তেমনই জ্যোতিষ মতেও
এই সময় বর্ষদ্বয় ঘন্টার কথা
প্রচলিত। একনজরে দেখা যাক,
চৈত্র সংক্রান্তি নিয়ে কথি অজানা
কথা। বাংলায় নববর্ষের আগের
দিন চৈত্র সংক্রান্তি পালিত হয়।
এমন এক দিনে বাড়ি থেকে
কাউকে বিদায় করা হতো।
কথিত রয়েছে এতে গৃহস্থের
ক্ষতি হয়। এমন এক দিনে বাংলা



এবে সর্বশ্ব খুইয়ে ঘরে ফিরত তারা। প্রয়োজন মহাজনরা পাইক পাঠিয়ে আদায় করতেন তাদের সমস্ত সুদ-আসল। আর তাদের এত সুদেই বেঝা নেওয়ার ক্ষমতা নাই। তারা খাজনা দিতেও পেরিত না। সেই সব প্রজাদের জন্য ছিল জমিদারের বিশেষ ব্যবস্থা। পূর্ববঙ্গের জমিদাররা তখন জংশির মাথাবুদে দিয়ে লোটেই দল তৈরি করতেন। সেই দলের ভয়ে 'বামে-গরুতে এক বাজা গেল খেত'। সেই লোটেই দল জেলা জমিদারি এলাকায় প্রজাদের শাসিয়ে বেড়াত। পাশাপাশি প্রায়ই ৩০ টেকের মধ্যে পুরো খাজনা কমা দিতে বাধ্য করত। না পারলে পাইক-লোটেদের হাতে বন্দি হলে মিটিয়ে বুঁটালা। ফলস্বরূপ গিয়ে গুলে গেল। চড়কের পুরো বিবেকো রক্তাক্ত পিঠে চিৎকার করতে করতে, জমিদার আর সাধারণ মাথাব্যাক কষ্টের

একেই শান্তির মুখোমুখি হতে
হবে। ততদিনে এবছরের ক্ষত
শুকাতে থাকুক।

এ জন্য নববর্ষকে তৎকালীন
সময়ে অনেকেই যোগের চোখে
দেখত। পণ্ডিত বাৎসর্যচন্দ্র
রায়চাঁদিনিয়া তার "পূজা-পার্বণ"
গ্রন্থে লিখেছিলেন, কয়েক বৎসর
ইহতে পূর্ববঙ্গ ও কলিকাতার
কয়েক কৈ পয়লা বৈশাখ
নববর্ষসম্বন্ধেব করিতেছে।
তাহারা ভুলিতেছে বিজয়া দশমী
আমাদের নববর্ষবার। বৎসর দুটি
নববর্ষসম্বন্ধে ইহাতে পুণ্য নাই।
পয়লা বৈশাখ বনিকরা নূতন
খাতা করে। তাহার ক্রোড়ানিকে
নিমন্ত্রণ করিয়া ধার আদায় করে।
তাহার সহিত সমাজের ক্রোড়
সম্পর্ক নাই। নববর্ষ প্রবেশের
লক্ষণ পরিধানারি এটো
লক্ষণও নাই। যোগেশচন্দ্র
রায়চাঁদিনিয়া মোগের, বিজয়া
দশমীই আমাদের নববর্ষ। আবার
অনেকের মতে, অগ্রহা মাসই
নববর্ষের মাস। কিন্তু

জুড়ে পরস্পরা মেনে গাজন,
নীলগায়ে ইছাদি পালিত হয়।
শোনা যায়, বাহা কালেভাঙের
শেষ মাসের নামকরণ হয়েছে
‘ত্রিভা নক্ষত্র’ থেকে। পুরাণ মতে,
একাদশী নক্ষত্রে নাম দক্ষ
রাজার সুন্দরী কন্যাসে নামে
নামকরণ করা হয়েছে। সেই
কানাকপুর মধ্যে অনায়াসে চিত্রা।
আনালিক আরেক কানার নাম
বিশাখা। যাঁর নামা থেকে এল
বিশাখ। মূলত চৈত্র পল্লভান্তির
দিনে যা গাজন পলিত হতে দেখা
যায়, তাগ সঙ্গে কুবের সমাজের
একটি ঐশ্বর্য লক্ষণীয়। বোশাখের
আগে সুয়ারে তেজ প্রমত্তনের
জন্ম প্রার্থনাকল্পে গাজন
উৎসবের আয়োজন বহু বছর
আগে থেকে শোনা যায়। কথিত
রম্যেছে, চৈত্র সপ্তত্রিংশ দিন যদি
নাম করে ব্রত পালন করে
তারপর দ্বিপ্রহণে কিছু দিন করা
যায়, তদানৈ তা সুন্দর দায়ক।
এতে দশো দশা থেকে মুক্তি
পাওয়া যায় বলে জানা গুণি।



বা বগাছের নিচে এই
সাজসজ্জা দিয়ে তৈরি হয়
শিরিন। বা তালতলায় শিরিন
মানুষ পরিত্যক্ত। এরপর তা গ্রামের
মানুষের মধ্যে বিলি করে দেওয়া
হয়।

সে সজ্জাটিতে নীল উৎসব
চলছে। সাজ পাতে মাংসাশ
পাণ্ডি
বোঁধে, গলায় রুম্মাফের মালা
এবং হাতে ত্রিশূল নিয়ে শিবের
সাজ, সঙ্গে আবার দেবী
পার্বতীর সাজে কেউ
একজন, এরপর সঙ্গে
আবার খোল-করতাল,
ঢাক-ঢোল নিয়ে কিছু জন।
দলটির সঙ্গে একজন আবার
পাগল সাজে থাকে। যাকে হনু
বলে পরিচয় দেওয়া হয়। এরা
দল-দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবং
শিব-পার্বতীর গায় ঘোঁরে মিলে
১০-এর অষ্টানু করে। এই সঙ্ঘ
সাজের দলকে নীল বলে। এদের
আবার একজন দলপতি থাকে

করে চলে গেলের নাচ বা শিবের গাঞ্জন। এটাই নীল উৎসব নামে পরিচিত।

চৈত্র সংক্রান্তিতে একগাঠী পুজো এই দিনের আরও একটি বড় আচার এবং অন্ত্যুত্ন হল গাঠীরা নো। আজকে বরেন্দ্র অঞ্চল এবং বাংলাদেশের রাজস্বায়ীতে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গাঠীরা প্রচলন রয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চল বাতে এরা বালক মাল্যব, দুই দিনাঙ্গপুরে চৈত্র সংক্রান্তিতে গাঠী নাচ হয়। গাঠীরা নাচের সঙ্গেই হয় গাঠী পুজো এবং শিবের গাঞ্জন।

চৈত্র সংক্রান্তি আরও এক উৎসব বিজু বা বেসাবি

বাংলাদেশের মধ্যে এখন পড়ে চাকমা এলাকা। এই চাকমার বাসিন্দার চাকমা নামে পরিচিত। এখানে চৈত্র সংক্রান্তিতে একটি বিশেষ পরব অনুষ্ঠিত হয়। এর নাম বিজু বা বেসাবি। এই

আদ্যাক্ষরপুণ্ড্রা নিয়ে তৈরি হয়েছিল বৈশাখ তর্দে, বিজু বা বৈশাখী পালিত হয় পালিত ঝরে।
চৈত্র সংক্রান্তি এবং পালিনা বৈশাখ
নেত্র এই উৎসব। ছাড়াও চৈত্র
সংক্রান্তির আগের দিন হয় ফুল
বিজু উৎসব। ওই দিনে চাকমা
মেয়েরা পাহাড়ের কাছ ফুল সংগ্রহ
করতে। সংগ্রহ করা ফুলকে তিন ভাগ
ভাগ ভাগ করা হয়। এক ভাগ
দিয়ে যুবকদেরকে পূজা করা হয়।
এক ভাগ জলে ভাসিয়ে দেওয়া
হয় এবং বাকি এক ভাগ দিয়ে ঘর
সাজানো হয়। চৈত্র সংক্রান্তির
দিনে পালিত হয় মূল বিজু। এই
দিন সকালে বুদ্ধদেরকে মূর্তিকে
সান করা হয়। ছেলের-মেয়েরা
তাদের বুদ্ধ দাদু-দিমিমা কে নী বা
কাছের জামাশয় থেকে জল নিয়ে
দিনে এসে সান করে দেওয়া আর্বাধ
নয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে পাজন
চাকমাদের ঘরে এই রন্ধনের
আয়োজন হয়।

দেশ-বিদেশের সংবাদ



আজমেঢ়-দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা



নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানের আজমেঢ় ও দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে রাজস্থানের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃধবার বেলা এগারোটা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজস্থানের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। উদ্বোধনী ট্রেনটি অবশ্য জয়পুর থেকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে যাবে। নিয়মিত পরিষেবা শুরু হবে বৃহস্পতিবার থেকে। যাত্রাপথে ট্রেনটি জয়পুর, আলোয়ার এবং

গুরুগ্রাম-এ থামবে। শতাব্দী এক্সপ্রেসের তুলনায় এই ট্রেন ১ ঘণ্টা আগে আজমেঢ় পৌঁছবে। এই ট্রেন রাজস্থানে পর্যটকদের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান — পুষ্কর, আজমেঢ় শরিফ দরগার মধ্যে যোগাযোগ আরও উন্নত করবে। উন্নত যোগাযোগের ফলে এলাকার অর্থ-সামাজিক বিকাশও ত্বরান্বিত হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, আজমেঢ় থেকে দিল্লি যাওয়ার প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পাচ্ছে রাজস্থান। বন্দে ভারত ট্রেন রাজস্থানের পর্যটন শিল্পকে বাড়িয়ে তুলবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বন্দে

ভারত এক্সপ্রেস ভারতে তৈরি প্রথম সেমি-হাইস্পিড ট্রেন। এটি সবচেয়ে কম প্যাস্জি এবং দক্ষ ট্রেনগুলির মধ্যে একটি। এই ট্রেন নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে সজ্জিত। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন আরও বলেছেন, ‘বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন “ভারত সর্বগ্রাণে, সর্বদা প্রথমে” এই চেতনাকে সমৃদ্ধ করে। আমি খুশি যে বন্দে ভারত ট্রেন এখন উন্নয়ন, আধুনিকতা, স্বনির্ভরতা এবং স্থিতিশীলতার সমার্থক হয়ে উঠেছে। বন্দে ভারতের এখনকার যাত্রা আমাদের আগামীকাল উন্নত ভারতের যাত্রায় নিয়ে যাবে।’ প্রধানমন্ত্রী আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত স্বার্থপর ও লোভের রাজনীতি বন্দা রেলওয়ের আধুনিকায়ন হতে দেয়নি।

বড় আকারের দুর্নীতি রেলের উন্নয়ন ঘটতে দেয়নি, অথবা রেলের নির্বাচন প্রক্রিয়াকেও স্বচ্ছ হতে দেয়নি। ২০১৪ সালের পরেই বিপ্লবী রূপান্তর ঘটতে শুরু করে। স্বাধীনতার পর রেলওয়ের আধুনিকায়নে সব সময় রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ দেখে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কে হবেন রেলমন্ত্রী, রাজনৈতিক স্বার্থেই এমন ট্রেন ঘোষণা করা হয়েছে যেগুলি কখনও চলেনি।’

স্বার্থপর ও লোভের রাজনীতি রেলের আধুনিকায়ন হতে দেয়নি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : স্বার্থপর ও নিষ্কামের রাজনীতি সর্বদা ভারতীয় রেলের আধুনিকায়ন হতে দেয়নি। উত্তেগে প্রকাশ করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বড় আকারের দুর্নীতি রেলের উন্নয়ন ঘটতে দেয়নি, অথবা রেলের নির্বাচন প্রক্রিয়াকেও স্বচ্ছ হতে দেয়নি। ২০১৪ সালের পরেই বিপ্লবী রূপান্তর ঘটতে শুরু করে। স্বাধীনতার পর রেলওয়ের আধুনিকায়নে সব সময়

প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত স্বার্থপর ও লোভের রাজনীতি সর্বদা ভারতীয় রেলের আধুনিকায়ন হতে দেয়নি। বড় আকারের দুর্নীতি রেলের উন্নয়ন ঘটতে দেয়নি, অথবা রেলের নির্বাচন প্রক্রিয়াকেও স্বচ্ছ হতে দেয়নি।’ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘২০১৪ সালের পরেই বিপ্লবী রূপান্তর ঘটতে শুরু করে। স্বাধীনতার পর রেলওয়ের আধুনিকায়নে সব সময়

রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থ দেখে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কে হবেন রেলমন্ত্রী, রাজনৈতিক স্বার্থেই এমন ট্রেন ঘোষণা করা হয়েছে যেগুলি কখনও চলেনি।’ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘পরিষ্কৃতি এমন ছিল যে গরীবদের জমি কেড়ে নিয়ে রেলের চাকরি দেওয়া হয়। রেলওয়ের নিরাপত্তা... পরিচ্ছন্নতা সবকিছুই উপেক্ষা করা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০১৪ সালের পর থেকে।’

প্রবল দাবদাহে ওডিশায় আগামী পাঁচ দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল স্কুল

ভুবনেশ্বর, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : প্রবল দাবদাহে আগামী পাঁচদিন রাজ্যের সমস্ত স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল ওডিশা সরকার। সব মহলের সঙ্গে আলোচনা করে বৃধবার থেকে পাঁচদিন স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওডিশায় একাধিক জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভুবনেশ্বরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০

ডিগ্রি সেলসিয়াস। বারিষদায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪১.৬ ডিগ্রি। ঝাড়সুকদায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪১.২ ডিগ্রিতে। আগামীতে গরম আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক জানান সফর থেকে ফিরে জরুরি বৈঠকে বসেন। কথা বলা হয় আবহবদলের সঙ্গে। সব মহলের সঙ্গে আলোচনা করে বৃধবার থেকে

পাঁচদিন স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৩ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় তাপপ্রবাহ চলবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। সংক্রান্তি উৎসবেও গরমের প্রবল দাপট অব্যাহত থাকবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। সরকারের তরফ থেকে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

আগামী ৩০ এপ্রিল শিলিগুড়িতে উদ্বোধন হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের নামের রাস্তা

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি পুর নিগম মহানন্দা নদীর পাশে নীরঞ্জন ঘাটের দানদিক থেকে সুর্যদেন পার্ক পর্যন্ত ‘রাস্তাটির নাম “মোহনবাগান অ্যান্ডিভিউ” বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। শিলিগুড়ি পুর নিগমের তরফে গত ২ এপ্রিল শিলিগুড়িতে সবুজ-মেরুন সচিব দেবানীশ দত্ত সহ ক্লাবের

কর্মসমিতির অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন হয়েছিল সেই রাস্তার। এবার পালা লাল-হলুদের। জানা গিয়েছে, আগামী ৩০ এপ্রিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামে উদ্বোধন করা হবে নতুন রাস্তা। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের ১ নং গেট থেকে বিকাশ ঘোষ সুইমিংপুল পর্যন্ত এই রাস্তাটি নির্বাচিত করা হয়েছে। ওই

দিন উত্তরবঙ্গে উপস্থিত থাকার কথা ক্লাব শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার থেকে শুরু করে লাল-হলুদের কর্মসমিতির অন্যান্য সদস্যরা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের এই ঘোষণা শিলিগুড়ির ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে এ নিয়ে দারুণ একটা উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমন থেকেই শিলিগুড়ি সেজে উঠছে লাল হলুদ পতাকায়।

আধুনিক ও উন্নত ভারতের স্বাস্থ্যে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকর করেছে কেন্দ্র : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে সদা নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃধবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ‘আধুনিক ও উন্নত ভারতের প্রয়োজনীয়তার কথা জায়া রেখে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকর করেছে।

নীতিটি শিশুদের সর্বদীর্ঘ বিকাশের উপর জোর দেয়... সর্বদীর্ঘ বিকাশ, জ্ঞান এবং ভারতীয় মূল্যবোধের প্রচার করে। এই নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।’ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ‘দেশে নীতি পর্যায়ে পরিবর্তন স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। দেশে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের

সুযোগ বাড়তে সরকার দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগে ক্রমবর্ধমানভাবে মনোনিবেশ করছে।’ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ‘মধ্যপ্রদেশ সরকার এই বছরের শেষ নাগাদ ৬০ হাজারেরও বেশি শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। আমি মধ্যপ্রদেশের সমস্ত ছাত্র, সমস্ত শিক্ষক এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানাই।’

বিস্ফোরণে স্কুল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, আতঙ্ক রাজধানীতে



নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : বোমাতঙ্ক ছড়াল দিল্লির একটি স্কুলে। বৃধবার সকালে দক্ষিণ দিল্লির একটি বেসরকারি স্কুলে হুমকি ইমেল পাঠানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। বিস্ফোরণে স্কুল ভবন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় সেখানে। এর পরই নড়েচড়ে বসেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। ইতিমধ্যেই স্কুলে পৌঁছেছে বোমা সনাক্তকরণ ও নিষ্কিয়করণ স্কোয়াড। সঙ্গে রয়েছে ডগ স্কোয়াডও। এখনও স্কুল চত্বরে তল্লাশি চলছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃধবার সকাল ১০ টা ৪৯ মিনিটে একটি হুমকি ইমেল পায় ইন্ডিয়ান স্কুল কর্তৃপক্ষ। ইমেলের বলা হয়, স্কুল চত্বরে বোমা রয়েছে। এই বার্তা পাওয়ার পরই স্কুল জুড়ে ইইইই শব্দ হতে পড়ে যায়। সেই সময় স্কুলে উপস্থিত সব পড়ুয়া ও অন্যান্য কর্মীদের স্কুল থেকে বের করে আনা হয়। স্কুলের তরফে অভিভাবকদের কাছে বার্তা পাঠানো হয়। তাদের স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতে বলা হয়। স্কুলের তরফে এই বার্তা পেয়ে কিছুটা ভয়ই পেয়ে যান অভিভাবকরা। বম্ব স্কোয়াড তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালিয়েও কোনও বোমা খুঁজে পায়নি। মিথ্যে ভয় দেখানোর জন্য এই ইমেল করা হয়েছিল বলে পরে জানা যায়।

সফলভাবে গঙ্গার তলা দিয়ে ছুটল মেট্রো

কলকাতা ১২ এপ্রিল (হি. স.) : অবশেষে সফলভাবে রেকটি পৌঁছে গেল হাওড়া ময়দানে। মাত্র আধ ঘণ্টায় মহাকরণ থেকে হাওড়া ময়দান পৌঁছে গেল মেট্রোর একটি রেক। বৃধবার বেলা ১২টা নাগাদ ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এরপর শুরু হবে মহড়া। বউবাজার বিপর্যয়ের পর কিছুটা শ্লথ হয়েছিল কাজের গতি। আশা-আশঙ্কার মেলাচালের মধ্যেই এদিন ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ মেট্রোর একটি রেক মহাকরণ থেকে রওনা দেয়। বিন্দুতের মাধ্যমে চালানো হয় ট্রেনটি। কোনও বাধাবিঘ্ন ছাড়াই মেট্রোটি পৌঁছে যায় হাওড়া ময়দানে। প্রসঙ্গত, রবিবারের দুপুরে গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো ছোটানোর কথা ছিল। এসপ্লান্ডেডে এসেই সফর থেমে যায়। তবে কোনও বিপত্তি ছাড়াই বউবাজারের মাটির তলার অংশ পার করেছিল দুটি রেক। ব্যাটারিচালিত গাড়ি দিয়ে ঠেলে রেক দুটিকে শিয়ালদহ থেকে এসপ্লান্ডেডে নিয়ে আসা হয়েছিল। এবার হাওড়া ময়দানে পৌঁছে গেল মেট্রোটি। তারপর শুরু হবে মহড়া।

মায়ানমারে জুন্টা সরকারের গণহত্যা; নাগরিকদের ওপর বিমান হানায় মৃত শিশু

নেপিদ, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : ‘নিরপরাধ জনগণের’ ওপর বিমান হামলা চালানোর কথা স্বীকার করে নিল মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকার। বিমান হামলায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে বহু শিশু এবং মহিলা। মঙ্গলবার (স্থানীয় সময়) সাগাইই এলাকার কানবালু টাউনশিপের পাক্কাই গ্রামে জড়ো হয়েছিলেন শতাধিক মানুষ। সেখানেই আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ শুরু হয়। সামরিক জুন্টা সরকারের যুদ্ধ বিমান থেকে ফেলা বোমার ঘায়ে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক মানুষের। প্রথম বোমাবর্ষণ পর্ব শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বাদে একটি হেলিকপ্টার আকাশে চক্রর কাঁচে থেকে। সেখান থেকেও গুলি ছুটে আসছিল। তাতেও অনেকের মৃত্যু হয়েছে। ঠিক কত জনের মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক হিসাব বলছে, ২০ থেকে ৩০টি শিশু-সহ মহিলা, অন্তঃসত্ত্বা এবং পুরুষ মিলিয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকারও বিমান হামলা চালানোর কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

NOTICE INVITING TENDER (NIT)	
PNIE-T NO: 03/EE/PNIE-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24	Dated 06/04/2023
The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) of Blue-Star AC Systems / Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized service provider or any reputed firm having specified experience in maintenance of similar AC System for the following work: Name of work : Operation and Comprehensive Maintenance Contract for Blue Star make BVRF system installed at High Court building, Agartala for 01(one) year.	
1. Estimated Cost : Rs 17,88,958.00	
2. Earnest Money : Rs 35,779.00	
3. Bid Fee : Rs 1,000.00	
4. Last date & time for online Bidding: 24/04/2023 upto 3:00 PM	
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in	
ICA-C-118/23	Executive Engineer Mechanical Division, Agartala

NOTICE INVITING TENDER (NIT)	
PNIEt No.: 01/EE/UDP-DIVN/UDP/2023-24, Dated. 05.04.2023	
The Executive Engineer, PWD(R&B), Udaipur Division, Udaipur, Gomati Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work: 1. Name of work : Strengthening of road from Gathalong to Kamabag under Matabari Block under RIDF XXVIII of NABARD (Job No. TP/COM/298/2022-23).	
2. Estimated Cost : Rs.3, 52, 87,348.00	
3. Bid Fee : Rs.8000.00	
4. Last date & time for online Bidding: 04.05.2023upto 3:00 PM.	
Note : The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in	
ICA-C-124/23	Executive Engineer, PWD(R&B), Udaipur Division, Udaipur, Gomati Tripura.

সংবাদ মাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আতিকের

শিবপুরী ও বৃন্দ, ১২ এপ্রিল (হি.স.): সংবাদ মাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত গ্যাংস্টার ওরফে রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদ। গুজরাটের সর্বরমতী জেল থেকে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আতিক আহমেদকে, বৃধবার সকালে মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে পৌঁছানোর পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আতিক বলেন, ‘আপনাদের (সংবাদ মাধ্যম) জন্যই আমি নিরাপদ রয়েছি।’ একটি খুনের মামলায় গুজরাটের সর্বরমতী জেল থেকে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাফিয়া আতিক আহমেদকে।

মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে পৌঁছানোর আগে রাজস্থানের বৃন্দিতে কিছু সময়ের জন্য থামানো হয় পুলিশের গাড়ি, গাড়ি থেকে নামানো হয় আতিককে। তখন সে বলে, ‘আমার পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে... আমি তো জেলে ছিলাম, এটা (উমেশ পাল হত্যা মামলা) সম্পর্কে আমি কী জানব।’ উল্লেখ্য, আইনজীবী উমেশ পালের অপহরণের মামলায় দৌরাসাব্যস্ত মাফিয়া ওরফে রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হয়েছে।

হলুদ চাষ

করে লাভের

মুখ দেখছেন

কালিয়াগঞ্জের

জলঙ্গি গ্রামের

মহিলারা

কালিয়াগঞ্জ, ১২ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ-এর জলঙ্গি গ্রামের মহিলারা হলুদ চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন। গ্রামের ১০-১২ জন মহিলা মিলে গ্রামের জমিতে হলুদ তৈরি করছেন। শুধু তাই নয়, তারা হলুদ জমি থেকে তুলে নিয়ে এসে সেক্ক করে শুকিয়ে, তারপর বিভিন্ন হাটে-বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রিও করছেন। এভাবেই স্বনির্ভর হচ্ছেন জলঙ্গি গ্রামের মহিলারা। মহিলারা জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই জমিতে ট্যান্টের চালান। জমি থেকে হলুদ তুলে সেই হলুদ নিজেরাই সেক্ক করেন, তারপর বিভিন্ন হাটে-বাজারে নিজেরাই গিয়ে সেই হলুদ বিক্রি করেন। বিগত প্রায় ৮ মাস ধরে নিজেরাই এভাবেই হলুদ চাষ করছেন বলে জানিয়েছেন। আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন জলঙ্গি গ্রামের মহিলারা। পরিবারের পক্ষ থেকেও তাঁরা পেয়েছেন সহায়তা।

পরপর গাড়িতে

ধাক্কা মেরে

হোটেলের ঢুকে

গেল ডাম্পার

মুর্শিদাবাদ, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : রাস্তার ধারে গাড়িতে থাকা একের পর এক গাড়িতে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সটান হোটেলের ভিতর ঢুকে গেল ডাম্পার। এই ঘটনায় গুরুতর জখম একজন বতমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃধবার সকালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর চুয়ামোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি স্কুল ভ্যান রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

সেই সময় উল্টোদিক থেকে একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি গাড়িতে ধাক্কা মেরে। পরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুল ভ্যানটিতে ধাক্কা মেরে পাশের একটি হোটেলের মধ্যে ঢুকে যায়। যাতক ডাম্পারটিতে পুলিশ আটক করেছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, চালক ঘুমিয়ে পড়তেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

প্রাথমিক স্কুলে উদ্ধার বৃদ্ধের দেহ, মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

ইসলামপুর, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের ইসলামপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাথমিক স্কুল থেকে উদ্ধার এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। স্কুলধারের পেছনে জঞ্জাল দিয়ে দেহটি ঢাকা ছিল বলে জানা গিয়েছে। বৃধবার সকালে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানা গিয়েছে, ওই ওয়ার্ডের স্টেশন রোড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনে জঞ্জালের মধ্যে দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। তবে ওই বৃদ্ধ এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করতেন বলে খবর। ঘটনাস্থলে ইসলামপুর থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ওই বৃদ্ধকে খুন করে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

গুয়াহাটিতে সিটি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু সাংবাদিকের



গুয়াহাটি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): গুয়াহাটিতে সিটি বাসের ধাক্কায় মৃত্যুবরণ করেছেন সাংবাদিক মুস্তাক আলম। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি আজ বৃধবার সকালে স্থানীয় রেলতলা এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। তিনি গুয়াহাটির একটি স্থানীয় মিডিয়া হাউসে সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী এবং বশিষ্ঠ পুলিশের সূচিতে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। তাঁরা জানান, সিটি বাসটি মুস্তাক আলমকে ওভারটেক করার চেষ্টা করছিল। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে ছুটে যায় বশিষ্ঠ থানার পুলিশ। তাঁরা মুস্তাক আলমের দেহ উদ্ধার করে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতাবনের আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী আলমের মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে যাতক সিটি বাসকে আটক করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গেছে বশিষ্ঠ থানার পুলিশ।

রোজগার মেলা : ১৩ এপ্রিল প্রায় ৭১ হাজার নিয়োগপত্র প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ৭১ হাজার নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাপকের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। চাট্‌য়ালি আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে ভাষণও দেবেন প্রধানমন্ত্রী। নিয়োগপ্রাপ্তরা ভারত সরকারের বিভিন্ন দফতরের অধীনে বিভিন্ন পদে যোগদান করবেন। এই নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা কর্মযোগী প্রারম্ভের মাধ্যমে নিজেরদের প্রশিক্ষণে সুযোগও পাবেন, যা বিভিন্ন সরকারি দফতরে সমস্ত নতুন নিয়োগকারীদের জন্য একটি অমূল্য অভিব্যক্তি কোর্স। কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ আগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া পুরণের পথে এই রোজগার মেলা। রোজগার মেলা আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এবং যুবকদের ক্ষমতায়ন ও দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য অর্থহীন সুযোগ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। কেন্দ্রের তরফে আগে ঘোষণা করা হয়েছিল, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে আগে দেড় বছরের মধ্যে ১০ লক্ষ নিয়োগ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই লক্ষ্যপূরণ করতেই রোজগার মেলার উদ্যোগ।

গাজন উৎসবে মেতেছে গ্রাম বাংলা, বাঁধভাঙা উৎসাহ সাধারণ মানুষের মধ্যে



উত্তর দিনাজপুর, ১২ এপ্রিল (হি.স.): চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে উত্তর দিনাজপুর জেলায় গাজন উৎসব শুরু হয়েছে। শিব, পার্বতী, কালী হয়ে নৃত্য পরিবেশন করতে দেখা গিয়েছে সং শিল্পীদের। বাঁধভাঙা উৎসাহ সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে। প্রখর রোদকে উপলক্ষ করে সং শিল্পীরা রাস্তায় নেমে মানুষকে আনন্দ প্রদান করেছেন। শুধুমাত্র উত্তর দিনাজপুর নয়, শিব-পার্বতীকে ঘিরে আবর্তিত গাজন উৎসবের আমেজ ধরা পড়েছে গ্রামে-গঞ্জে। মালদহ জেলায় উপাঙ্গনের আশ্রয় সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন অনেকে। গাজনের সম্মানী হতে দেখা যাচ্ছে কিশোরদেরও। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণে গাজন বিশেষ জয়গা করে রয়েছে। আগামী শুক্রবার রাজ্যে পালিত হবে চতুর্থ। বলা হয়, গাজন শিব-পার্বতীর বিয়ের উৎসব। গাজন উৎসবে রং মেখে সং সেজে গ্রামগঞ্জে রোভার রীতি অনেক পুরানো। এর নেপথ্যে অবশ্য রয়েছে পৌরাণিক কাহিনী। শুধু সং সাংগা নয়, গাজনে মুখা নাচেরও রয়েছে প্রচলন।

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

TRIPURA BHABISHYAT, THURSDAY, 13th APRIL, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ ইং, ২৯শে চৈত্র, ১৪২৯ বাং



আবার ব্যাটে-বলে দাপট শায়স্তিকা-র দ্বিতীয় জয় পেলো বড়দোয়ালি স্কুল



বড়দোয়ালি-১৩৪/৩
আসাম রাইফেলস-১২০/৪
ক্রীড়া প্রতিনিধি আবার ব্যাটে-বলে দাপট দেখালো শায়স্তিকা নমঃদাস। শায়স্তিকার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে দ্বিতীয় জয় পেলো বড়দোয়ালি স্কুল। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা অনূর্ধ্ব-১৭ বালিকাদের আন্তঃস্কুল টি-২০ ক্রিকেটে। ডঃ বি আর আশ্বেদকর মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বৃধবার বড়দোয়ালি স্কুল ১৪ রানে পরাজিত করে আসাম

রাইফেলস স্কুলকে। প্রথমে ব্যাট হাতে ৪৯ রান করার পর বল হাতে ২ উইকেট নিয়ে বড়দোয়ালি স্কুলকে জয় এনে দিতে মন্থকা ভূমিকা নেয় শায়স্তিকা। সঙ্গতঃ কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় বড়দোয়ালি স্কুলের ওই অলরাউন্ডারটিকে। প্রায় প্রতি ম্যাচেই ভালো খেলে চন্দন দেববর্মার দলের ওই বালিকা ক্রিকেটারটি নির্বাচকদের নজর কেড়ে নেয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে

বড়দোয়ালি স্কুল নিখাসিত ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান করে। মাত্র ২২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে দল যখন খাদ্যের কিনারায় তখনই ব্যাট হাতে শায়স্তিকার সঙ্গে রুখে দাড়াই অবাস্তিকা ভৌমিক। ওই দুজন কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলে। তবে বড়দোয়ালি স্কুলকে বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন বিপক্ষ দলের বোলাররাও। অতিরিক্ত খাতে মোট ৪৯ রান পায় বড়দোয়ালি স্কুল। এছাড়া দলের পক্ষে শায়স্তিকা ৫২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ রানে এবং অবাস্তিকা ৪৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ রানে অপরাজিত থেকে যায়। জবাবে খেলতে নেমে অতিরিক্ত ৫২ রানের কাছে ভর দিয়ে আসাম রাইফেলস স্কুল ১২০ রান করতে সক্ষম হয় ৪ উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ওভারে। দলের পক্ষে ওপেনার ক্রিস্টিনা রোমা ৬৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া কেউ দুই অঙ্কের রান পা রাখতে পারেনি। বড়দোয়ালি স্কুলের পক্ষে শায়স্তিকা নমঃ দাস (২/১১) সফল বোলার।

টি-২০ ক্রিকেটে স্বরবের ৪ উইকেট তৃতীয় জয় পেলো রাডমাউথ

রাডমাউথ-১২৪

মৌচাক-৯৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি তৃতীয় জয় পেলো রাডমাউথ ক্লাব। নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে। বৃধবার রাডমাউথ ক্লাব ২৬ রানে পরাজিত করলো মৌচাক ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীর্ণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রাডমাউথ ক্লাবের গড়া ১২৪ রানের জবাবে মৌচাক ক্লাব ৯৮ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে রাডমাউথ ক্লাব ১৯.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার বাপ্পা দাস ২৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১.২৬ রান করে ১১ বল খেলে ১টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪. স্বরব সাহানি ১০ বল খেলে ১টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং অরবিদ ভর্মার ১৪ বল খেলে ১টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। মৌচাকের পক্ষে করণ দে (৩/৪১), সৌরদীপ দেববর্মার (২/২১) এবং শ্যামল বিশ্বাস (২/৩৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে স্বরব সাহানির (৪/১৮) দুরন্ত বোলিংয়ে ৯৮ রান করতে সক্ষম হয় মৌচাক ক্লাব। দলের পক্ষে ধনবীর সিং ৬২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫, দেবাংশু দত্ত ১৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ এবং আবণ গোস্বামী ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন।



কৃষ্ণ কমলের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স ইউ বি এস টি হারালো সংহতিক

ইউ বি এস টি-১৫৯/৯
সংহতি-১৪৩/৯

ক্রীড়া প্রতিনিধি ক্রমাগত পরাজয়। আর তাতে দিশেহারা সংহতি ক্লাবের কর্তারা। দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কেনও পরাজয় তা নিয়েও পর্যাপ্ত চিন্তা বৈঠকে বসছেন সংহতির কর্তারা, ক্লাব সূত্রে এমনই খবর। বৃধবার সংহতি পরাজিত হলো ইউ বি এস টি-র বিরুদ্ধে। ১১ রানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীর্ণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউ বি এস টি

প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান করে। দলের পক্ষে কৃষ্ণ কমল আচার্য ৪৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২.সৌরভ যাদব ৮ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭.মনোজিৎ দাস ৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং ধৃতিমান নন্দী ২৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। সংহতির পক্ষে রাজেশ সাহা (৩/১৩), অভিজিৎ দে

(২/৩০) এবং শাহবুজ হুসেন (২/৩৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে সংহতি ১৪৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সপ্তজিৎ দাস ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, অমিত আলি ২৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং অভিজিৎ দে ১৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ইউ বি এস টি-র মনোজিৎ দাস (৩/১৬) এবং কৃষ্ণ কমল আচার্য (২/১৭) সফল বোলার।

ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে নিয়ে সভা রবিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা গুলোকে নিয়ে বৈঠক ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থা। ১৬ এপ্রিল দুপুর ১২ টায় এম এল প্রাজায় হবে সভা। বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাগুলো কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা নিয়েই হবে আলোচনা। ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার সাধারণ সচিব সৃজিত রায় এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন। তিনি ওইদিন যথাসময়ে বিভিন্ন সংস্থার কর্তাদের উপস্থিত থাকার জন্য সচিব অনুরোধ করেছেন।

রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার নতুন কমিটি গঠন ১৭ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন হতে যাচ্ছে। আগামী ১৭ এপ্রিল সংস্থার সভাপতি নতুন কমিটি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন বলে খবর রয়েছে। সংস্থার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রতন সাহা প্রেরিত এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন প্রায় দুই মাস আগে শহর থেকে দূরে কোনও এক জায়গায় দু-তিনজন ব্যক্তিবর্গ মিলে ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে প্রচার করেছিল। বিষয়টা আদৌ সঠিক নয় বলে তিনি জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে যাদেরকে কমিটিতে রাখা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পদত্যাগ করেছেন। সভাপতি জীমু দেব বর্মণ, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রতন সাহা, উপদেষ্টা কল্যাণী রায়, কোষাধ্যক্ষ রূপক সাহা প্রমুখ কেউ এ বিষয়ে অবগত নয় বলে তিনি জানিয়েছেন। ফলস্বরূপ সভাপতির নির্দেশনাক্রমে আগামী ১৭ এপ্রিল নতুন কমিটি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এদিকে, শেলা সামগ্রী উৎপাদক হিসেবে খ্যাতিসম্পন্ন ইয়োনেজ কোম্পানির পক্ষ থেকে ব্যাডমিন্টনের রেকর্ড সহ অন্যান্য খেলার সামগ্রী মহাকুমার অ্যাসোসিয়েশন গুলির মধ্যে বিতরণ করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। ইতিমধ্যেই অনেক সামগ্রী পৌঁছে গেছে। ক্রীড়ার মান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে খেলোয়ার ও উপযুক্ত সংগঠনকে আর্থিক সাহায্যেরও পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে আজও সাত মাঠে ৭ ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি বৃধবার দিনটাও কাটলো বিরাতির দিন হিসেবে। আগামীকাল অনূর্ধ্ব ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে পুনরায় ৭ মাঠে সাতটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মোহনপুর স্কুল মাঠে সদর-এ দল খেলবে মোহনপুরের বিরুদ্ধে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে খোয়াই খেলবে বিশালগড়ের বিরুদ্ধে। শান্তিরবাজার মাঠে সাত্রম ও সোনাড়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সাত্রম খেলবে শান্তিরবাজার, উদয়পুরের বিপক্ষে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি

ময়নানে কৈলাশহর ও সদর-বি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। কৈলাশহরের আরকেএম মাঠে ধর্মনগর খেলবে কমলপুরের বিরুদ্ধে। তাছাড়া, আর কে আই মাঠে লংত্রাইভ্যালি খেলবে গন্ডাছড়ার বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ১৯ টি মহাকুমা দলের মধ্যে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে ২২টি ম্যাচের শেষে গ্রুপ-এ থেকে সদর-এ, গ্রুপ-বি থেকে শান্তিরবাজার, গ্রুপ-সি থেকে সদর-বি এবং গ্রুপ-ডি থেকে গন্ডাছড়া সেমিফাইনালের লক্ষ্যে

এগিয়ে রয়েছে। আগামীকাল ম্যাচের শেষে একাধিক বল শেষ চারে খেলা নিশ্চিত করে নিতে পারবে। বলা বাহুল্য, বিরতির দিন পেলো জুনিয়র ক্রিকেটাররা কিন্তু বিশ্রামে কাটাননি। নিজ নিজ মাঠে প্রয়োজনীয় অনুশীলন করে আগামীকাল নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার জন্য প্র্যাকটিস করে নিয়েছে। একদিকে ভালো খেলা, অপরদিকে স্পটারদের গজর কাড়া-ই হচ্ছে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী উদীয়মান ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্য।

শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাকা ১২ এপ্রিল (হি. স.) : বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের সাথে বৃধবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে একান্তে বৈঠক হয় তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে। অত্যন্ত হৃদয়ঙ্গম ও সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

একা পরিষদের পক্ষে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রাণা দাশগুপ্ত ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে বলেন, “এ সবই আশ্রয়িতার জ্ঞান, তারপরও আপনার সদয় দৃষ্টিতে আনিচ্ছি কারণ এর সমাধান আপনারাই হাতে রাণা দাশগুপ্ত বিগত ১৪ (চৌদ্দ) বছরে দেশের যে প্রভুত উন্নয়ন ঘটেছে তার প্রশংসা করার পাশাপাশি উল্লেখ করেন, “মননে ও মানসিকতায় সমাজ ক্রমশ পিছিয়ে যাওয়ার কারণে দেশ আজও সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বৈষম্যমুক্ত হতে পারেনি। মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান,



মঠ-মন্দির-গীর্জা বিভিন্ন সময়ে ৯.১-এ দাঁড়িয়েছে। উপনিবেশিক আমলের মত স্বাধীন বাংলাদেশে অনুসৃত নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ক্রমশ বিলুপ্তমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর হার ৯৮.৬ থেকে বর্তমানে অনুমানিক ৪৮ এ ঠেকেছে। ৭৫-র পূর্বকার মত জাতীয় সংসদের অধিবেশনের শুরুতে দেশের সকল সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ পুনরায় প্রচলন করার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে বিগত ২০১৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে সরকারি দলের

ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার সমূহ বাস্তবায়নের উপর জোর দেন। তিনি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা জানানোর প্রয়োজনীয়তা কামনা করেন। জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন ও সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় জরুরী বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়াও সমতলের আদিবাসীদের জন্যে পৃথক ভূমি কমিশন গঠন এবং অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা বাগান শ্রমিকদের শিক্ষা

প্রদানের দাবি জানান। এছাড়াও প্রয়োজনীয় কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রণীত বৈষম্য বিরোধী আইনে প্রতিকারের দীর্ঘসূত্রিতা দূর করে ও আদালতের কাটামো পরিষ্কারভাবে উল্লেখসহ অপরাধীদের শাস্তির বিধান বিধৃত করে উক্ত বিল চূড়ান্তপূর্বক তা আইনে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ ও ধর্মমন্ত্রণালয়ে থাকা দেবোত্তর কর্তৃক আইন সংক্রান্ত চূড়ান্তকৃত বিলটিকে অনতিবিলম্বে আইন হিসেবে পরিণত করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও পার্বত্য ভূমিকমিশনের যথাযথ কার্যকরীকরণেও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের উপর তিনি জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারি দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীকে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন।

পশ্চিম জেলার সেরার নির্ধারণ শুক্রবার মুখোমুখি হবে প্রণভানন্দ-বিদ্যাসাগর স্কুল

নন্দননগর-১২৮/৫

বিদ্যাসাগর-১২৯/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি পশ্চিম জেলার সেরা কোনও স্কুল নির্ধারণ শুক্রবার। ওইদিন কার্যত ফাইনালে মুখোমুখি হবে আসরের দুই অপরাজেয় স্কুল প্রণভানন্দ বিদ্যামন্দির এবং বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়। ওইদিন দুপুর ১ টায় ডঃ বি আর আশ্বেদকর মাঠে হবে ম্যাচটি। প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা অনূর্ধ্ব-১৭ বালিকাদের আন্তঃ স্কুল টি-২০ ক্রিকেটে। বৃধবার নন্দননগর স্কুলকে হেলায় পরাজিত করে প্রণভানন্দ স্কুলের সঙ্গে শীর্ষে পৌঁছে গেলো সুজন সরকারের বিদ্যাসাগর স্কুল। ডঃ বি আর আশ্বেদকর মাঠে এদিন বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয় ৮ উইকেটে পরাজিত করে নন্দননগর স্কুলকে। বিজয়ী দলের ত্রিশা দেবনাথ দুরন্ত অপরাজিত অর্ধশতরান করে বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়কে জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেয়। সঙ্গতঃ কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয়ে ত্রিশাকে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নন্দননগর স্কুল নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান করে। দলকে শতরানের গতি পান করাতে মুখ্য ভূমিকা নেয় বিপক্ষ দলের বোলাররা। অতিরিক্ত



খাতে নন্দননগর স্কুল পায় ৬৬ রান। এছাড়া দলের পক্ষে ত্রিশা ছেত্রী ৭১ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। জবাবে খেলতে নেমে ২১ রানে ২ উইকেট হারানোর পর বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ের

হয়ে রুখে দাড়াই ত্রিশা দেবনাথ এবং লক্ষ্মী দেবনাথ। ওই দুজন কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এবং দলকে কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেয়। ত্রিশা ৪৩ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২ রানে এবং লক্ষ্মী ৩৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ রানে অপরাজিত থেকে যায়।

রেটিং দাবায় এককভাবে শীর্ষে অনাবিল



ক্রীড়া প্রতিনিধি খেতাবের দোরগোড়ায় অনাবিল গোস্বামী (১৪০৭)। আজ শেষ রাউন্ডে মুখোমুখি হবে দুজন। এনএস আর সি সি-র দাবা হলঘরের বৃধবার আসরের সপ্তম এবং অষ্টম রাউন্ডের খেলা হয়। এদিন বিকেলে দেবাকুর বানার্জির (১৫০৩) সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করেন অনাবিল। সাড়ে ৬ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন দেবাকুর

অনাবিলের যাড়ে নিখাস ফেলছেন প্রসেনজিৎ নমঃ শুভ (১২৫৭)। আজ শেষ রাউন্ডে মুখোমুখি হবে দুজন। এনএস আর সি সি-র দাবা হলঘরের বৃধবার আসরের সপ্তম এবং অষ্টম রাউন্ডের খেলা হয়। এদিন বিকেলে দেবাকুর বানার্জির (১৫০৩) সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করেন অনাবিল। সাড়ে ৬ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন দেবাকুর

এবং বাপী দেববর্মার। ৬ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন অসমের নালিন্দা কাশ্যপ (১৩৭২), অভিজ্ঞান ঘোষ (১৮০৮), মেহেজবীন গোপ (১২৪৮) এবং আরাধ্যা দাস (১২৬৪)। আজ সকালে হবে শেষ রাউন্ডের খেলা। আসর পরিচালনা করছেন রাজ্যের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য।

ফের আইসিসির মাস সেরা ক্রিকেটার হলেন শাকিব

ঢাকা, ১২ এপ্রিল(হি.স.) : ফের আইসিসির মাস সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন বাংলাদেশের শাকিব আল হাসান। বৃধবার আইসিসি-র পক্ষ থেকে শাকিবের নাম ঘোষণা করা হয়। এই নিয়ে দ্বার শাকিব এই সম্মান পেলেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এই পুরস্কার চালু করে। সেই বছরই বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটার

শাকিব ও মুশফিকুর রহিম এই খেতাব জয় করেছিলেন। ফের ২০২৩ সালে মাস সেরা ক্রিকেটারের সম্মানে ভূষিত হলেন তিনি। শাকিবের পারফরম্যান্সের দিকে নজর রাখলে দেখা যাবে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল যথেষ্ট নজরকাড়া। গত মাসে তিন সংস্করণের ক্রিকেটে ১২টি ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে

৩৫৩টি রান। শুধু তাই নয়, বোলিং-এও যথেষ্ট সফল তিনি। তাঁর বুলিতে পুড়েছেন ১৫টি উইকেট। এছাড়া দীর্ঘ ৭ বছর পর বাংলাদেশে একদিনের সিরিজ খেলতে গিয়েছিল সেই সিরিজের শেষ ম্যাচে ব্রিটিশদের হারতে হয়েছিল বাংলাদেশের কাছে। ২০০ সিরিজের সবকটি ম্যাচেই জয় পান শাকিবরা।

রাজ্যের একজনও ক্রিকেটার নেই, বিধানসভায় টিমকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠল!

চেন্নাই, ১২ এপ্রিল(হি.স.) : কলকাতা নাইট রাইডার্স টিমে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের ক্রিকেটার নেই। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি ক্রিকেটার-হীন কেকেআর টিম। এ নিয়ে একটা সময় রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীদের ক্ষোভের শেষ ছিল না। অথচ এ রাজ্যে ক্রিকেট প্রতিভার অভাব নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী আইপিএলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা দল থেকে বাদ পড়ায় হয়েছিল প্রচুর ইটচাই। কিন্তু এখন এসব নিয়ে সমর্থকদের আর কোন প্রশ্ন নেই, প্রতিবাদ নেই। সবই আজ প্রতিবাদে। বাঙালি ক্রিকেটারদের প্রতি কিং খানেরও কোন উদারতা নেই। তার উদাসীনতা দেখে এ রাজ্যের

মানুষ বা রাজনীতিবিদরা এখন সরব হন না। বাংলা হাল ছেড়ে দিলেও আওয়াজ উঠেছে তামিলনাড়ুতে। রাজ্যের একজন ক্রিকেটারও চেন্নাই সুপার কিংসে না থাকায় সিএসকে দলটিকেই নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। বিধানসভায় আজ, চিপকে রয়েছে সিএসকে-র ম্যাচ। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজস্থান রয়েলস। তার আগে তামিলনাড়ু বিধানসভায় ক্রীড়া খাতে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে বিতর্কের সময় পিএমকে বিধায়ক ভেক্টেস্বরণ সরব হন আইপিএল নিয়ে। তাঁর কথায়, “সিএসকে নিজেদের তামিলনাড়ুর টিম বলে প্রচার করে। অথচ দলে একজনও

তামিল ক্রিকেটার নেই। এ রাজ্যের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স অসম্ভব ভালো। তা সত্ত্বেও একজন ক্রিকেটারকেও সিএসকেতে জায়গা পায় না। অন্যান্য রাজ্যের ক্রিকেটারাই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। তামিলনাড়ু সরকারের উচিত চেন্নাই সুপার কিংস টিমকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া।” আর এ নিয়ে তামিলনাড়ু বিধানসভায় ব্যপক ইটচাই হয়েছে। যদিও তামিলনাড়ু সরকার এমন দাবিকে খুব একটা গ্রাহ্য করছে না। তবে চেন্নাইয়ে সিএসকে-র সমর্থকদের অভাব নেই। আজ ম্যাচ চলাকালীন খামেলার আশঙ্কা তাই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।



আবুত্তির প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে দক্ষিণী আয়োজিত এ বছরের বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে। এই অনুষ্ঠান স্বাগতিক বক্তব্য রাখছেন দক্ষিণীর প্রাণ পুরুষ প্রণব সাহা। মঞ্চের রয়েছেন রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের দিক্‌পালেরা।

মোহনপুর কলেজে সিভিল সার্ভিস অফিসারদের রক্তদান

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মোহনপুরের স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এদিনের রক্তদান শিবিরে রাজ্যের সব কটি মহকুমা এলাকায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করার ঘোষণা দিলেন এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম সাহা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ ও অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মোহনপুর মহকুমা এলাকায় কর্মরত এবং অন্যান্যরা এই রক্তদান শিবিরে অংশ নেয় এদিন। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ এদিনের

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বলেন রক্তদান শিবির একসাথে ব্যাপক সংখ্যক করলে হবে না। রাজ্যের মানুষের রক্তের চাহিদা নিরীখে প্রতিটি এলাকায় একের পর এক রক্তদান শিবির করতে হবে। যার মধ্য দিয়ে রক্তের অপচয় হবে না এবং মানুষ সঠিক পরিষেবা পাবে। রক্তদান শিবিরে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সদস্যদের পাশাপাশি মোহনপুর মন্ডল ওবিসি মোর্চার সদস্য সদস্য, সিআপিএফ এবং অন্যান্যরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিনের রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাবুটিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণ ধনদাস, সিমলা কেন্দ্রের বিধায়ক বৃষ্টিকেন্দ্র বেবর্মা, মোহনপুর মহকুমা শাসক সূর্য তত্ত্বাচার্য এবং অন্যান্যরা।

গভীর রাতে বিশালগড়ে বিশ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

আগরতলা, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : আগুন পড়ে ছাই হয়ে গেছে চারটি জুতার দোকান। প্রাথমিক ধারণা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে বিশালগড় ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় ওই ঘটনায় জনমনে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে বিশালগড় দমকল বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১০-১২ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন জনৈক দমকলকর্মী। জনৈক দমকল কর্মী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে বিশালগড় বাজারে চারটি জুতার দোকানে আগুন লাগার খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় দমকল বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে। এলাকাবাসী ও দমকলকর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা হলেন সুমন রবিদাস, দীলীপ রবিদাস, বিজয় রবিদাস এবং রঞ্জিত রবিদাস। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১০-১২ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন দমকলকর্মী। হিন্দুস্থান সমাচার/তানিয়া/সদীপ

নিপুন প্রোজেক্টের কর্মশালা পানিসাগরে

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : উত্তর জেলায় পানিসাগর সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় রুক প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর পানিসাগর এবং দামছড়া এর যৌথ উদ্যোগে নিপুন ভারতের অঙ্গ প্রজেক্টের নিপুন ত্রিপুরা প্রজেক্টের উপর এক দিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবির প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের শুভ শুভনা করেন পানিসাগর বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস মহাশয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুজিত রুদ্র পাল এবং

দামছড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক কুটি সুন্দর দে সহ অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত সব কটি বিদ্যালয়ের ইউ.জি.টি এবং জি.টি শিক্ষক শিক্ষিকাদের কিছু সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকারা শিবিরে উপস্থিত অতিথিরা একে একে নিপুন ত্রিপুরা প্রজেক্টটির বিস্তারিত তথ্য তোলে ধরেন। প্রজেক্টটির মূল লক্ষ্য হলো তিন থেকে ছয় বছর বয়সের বাচ্চাবাটিকা অর্থৎ প্রাকপ্রাথমিক অঙ্গন ওয়ারি কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের বর্ণ এবং তার ধনি, উচ্ছারণ চিহ্নিত করতে পারা।

ভাংমুন থানার ও সি'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : জম্মুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বার্মিজ সুপারি এবং মায়ারমার থেকে গুরু প্রতিনিয়ত পাচার হয়ে সেগুলি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে। এমনকি প্রতিবেশী বাংলাদেশে সেগুলি বিনা বাধায় পাচার হচ্ছে। আর এই পাচার বানিজ্যে সরাসরি জড়িত জম্মুই পাহাড়ের ভাংমুন থানার ও সি সলোমন রিয়াং - এই অভিযোগ জানিয়ে সোমবার ভাংমুন থানার ওসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং বার্মিজ সুপারি মায়ারমার থেকে গুরু পাচার বন্ধের দাবিতে সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার উদ্দেশ্যে ভাংমুন রকের বিডিও'র কাছে ডেপুটিশন দেয় মিজো কন্ডেনশনসহ পাঁচটি সামাজিক সংগঠন।

বক্সনগের প্রকাশ্যে বিজেপি'র অন্তর্কোন্দল ! ২ প্রধানকে পদত্যাগের হুঁলিয়া ঘিরে চাঞ্চল্য !

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : এক সপ্তাহের মধ্যে বক্সনগর বিধানসভার মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রিনা দাস বিশ্বাসকে পদ ত্যাগ করতে চিঠি দিয়েছে বক্সনগর রুক চেয়ারম্যান, চিঠিতে বলা হয়েছে পঞ্চায়েত প্রধানের বিভিন্ন কাজকর্মে খুশি নন জনগন তাই আগামী ১৫ এপ্রিল এর মধ্যে নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য বলা হয়েছে, এই বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান বলেন একটি চিঠি পেয়েছি তবে কেন এই চিঠি আসলো জানি না, আমি পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে মিটিংয়ে বসবো, জনগণ অসন্তুষ্ট হবে এমন কোন কাজ আমি করিনি, পদ ত্যাগ নিয়ে প্রশ্ন করলে প্রধানের উত্তর আমাকে পদত্যাগ করতে হবে এমন কোন কাজ আমি করিনি, তবুও এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেইনি, উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিবো, তবে এই ঘটনার পর থেকে পঞ্চায়েত তাহলে কি নির্বাচনের পর শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে, অন্য দিকে একই ভাবে পদ ত্যাগ করার জন্য চিঠি এসেছে বক্সনগর বিধানসভা হক এর নিকট।

নদী থেকে নিখোঁজ যুবকের পাঁচগলা মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : গত ৭ দিন যাবৎ নিখোঁজ ছিলেন পূর্ব প্রতাপগড়ের বাসিন্দা দীপঙ্কর ঘোষ। আজ সকালে হাওড়া নদী থেকে তাঁর পাঁচগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁকে খুন করা হয়েছে, এমনটাই অভিযোগ তাঁর পরিবারের সদস্যদের। তাঁদের দাবি, নিখোঁজ হওয়ার দিন কৃষ্ণ ঘোষ তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। এর পর থেকেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই, মৃতের পরিবারের দুটো বিশ্বাস, তাঁকে খুন করা হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় পূর্ব প্রতাপগড়ের জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকাবাসী সহ মৃতের পরিবার। কারণ, পরিবারের তরফে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এবং পূর্ব থানায় দীপঙ্কর ঘোষকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, গত ৬ এপ্রিল

দীপঙ্করকে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে কাশীপুর এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ ঘোষ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। তার পর একাধিকবার তাঁর মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোন সাড়া মিলেনি। পরবর্তী সময়ে এলাকার সি সি কামেরা খতিয়ে দেখে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এবং পূর্ব থানার পুলিশের কাছে কৃষ্ণ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। পুলিশ তাঁকে আটক করেছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশের গাফিলতির কারনেই হাওড়ার পর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, দাবি ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর। তাঁদের আরও অভিযোগ, তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ইচ্ছেই ছিল না পুলিশের। একাধিক বার থানায় যাওয়া হলেও পুলিশের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। অবশেষে আজ সকালে স্থানীয় মানুষ হাওড়া নদীতে

২য় এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ ও গোমতীর বিদ্যুৎ সেবা পর্যালোচনায় রতন

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : বুধবার উদয়পুর গোমতী জেলা পরিষদের মিলনায়তনে গোমতী ও দক্ষিণ জেলার বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক পর্যালোচনার বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের জিএম রঞ্জন দেববর্মা, গোমতী জেলার এ.জি.এম সাধী চ্যাটার্জি, দক্ষিণ জেলার এ.জি.এম কান্তি দেহ সহ দুই জেলার আধিকারিক গন। মন্ত্রী বলেন এই দুই জেলাতে বৈধগ্রাহক আছে বিদ্যুৎ দপ্তরের ২, ১৭, ২৭২ জন। সরকারের লক্ষ্য যারা বৈধ গ্রাহক রইছেন তাদের আরো উন্নত পরিষেবা দেবা। পাশাপাশি এও বলেন যারা বিদ্যুৎ চুরি করে তাদের বিরুদ্ধে সরকার ইতিমধ্যে করা ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে যারা বিদ্যুৎ

চুরি করছেন তাদের সতর্ক করে বলেন বিদ্যুৎ আইনে রয়েছে যে সমস্ত বাকস্টি বিদ্যুৎ চুরি করছেন তাদের জন্য তিন বছরের জেল ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। পাশাপাশি প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার জন্য গ্রাহকদের অনুরোধ করেছেন যাতে করে সঠিক সময়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করলে পাঁচ শতাংশ কমিশন পাওয়া যায় বলে মন্ত্রী গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বলেন। আগামী এপ্রিল, মে ও জুন মাস সাধারণত প্রচণ্ড বৃষ্টি ও বাড়ি হয়। এতে করে বিদ্যুতের নানা সমস্যা দেখা দেয়। এই পরিতান থেকে গ্রাহকরা যাতে দীর্ঘ কক্ষ কষ্ট না পায় এবং কি সমস্যা রয়েছে তা জানায় জন্য ই এই পর্যালোচনার বৈঠক বলে মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান।

জমি বিবাদ সংঘর্ষে গুরুতর ২

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : লক্ষীপাড়া এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদকে ঘিরে প্রতিবেশীর মারের গুরুতর জখম দুই ব্যক্তি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেফুঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত মধু সাহা। লেফুঙ্গা থানায় লক্ষী পাড়াতে মধু সাহা এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদে দীর্ঘদিনের ছিল। বৃহস্পতিবার মধু সাহার দখলকৃত জমিতে প্রতিবেশীর লরি এবং ডজার নিয়ে কাজ করার সময় বাঁধা দিয়ে মধু দাস। মধু দাসের অভিযোগে উনার জমির উপর দিয়ে প্রতিবেশীর লরি এবং বোলডোজার নিয়ে কাজ করার সময় উনার জমির মাটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। উনার এই প্রতিবাদে মধু সঞ্জু দাস, গৌতম দাস, চিত্তরঞ্জন দাস, সুমন দাস, অঞ্জন দাস এবং সুজন দাস উনাকে সংস্থাপন আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। এই আক্রমণে মধু দাস গুরুতর আহত হয়েছেন। মধু দাসকে বাঁচাতে এসে অমিত সাহা এবং সন্দীপ সাহা নামে দুজন আহত হয়েছেন। অভিযুক্তরা এই দুজন কেউ আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় উনারেকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। আক্রমণে কারুর মাথা ভেঙেছে আবার কারোর হাত ভেঙে গেছে। অভিযোগকারী দাবি পুলিশ সঠিক তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

বন্য হাতির আক্রমণে আহত অটো চালক

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : হাতির আক্রমণে আহত এক অটো চালক। ঘটনা সোমবার রাতে কৃষ্ণপুর মালাকার বস্তি এলাকায়। গৌতম কুমার শীল নামে মাইগঙ্গা এলাকার এক অটোচালক রাতে অটো নিয়ে উত্তর মহারানীপুর এলাকা থেকে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিল। কৃষ্ণপুর মালাকার বস্তি এলাকায় আসতেই আক্রমণ বন্য হাতি আক্রমণ চালায়। বন্য হাতির আক্রমণ থেকে প্রাণে বাঁচতে তড়িৎডি উল্টো দিকে ঘুরিয়ে অটো নিয়ে আসতে গিয়ে অটো উল্টে যায়। এতে আহত হয় অটো গাড়ির চালক গৌতম কুমার শীল।

গোয়ালাবস্তিতে ব্রাউন সুগার সহ আটক টুনটুন

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : গোপন সংবাদেবর ভিত্তিতে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ গোয়ালাবস্তি দিল্লি পাবলিক স্কুলের সামনে থেকে টুনটুন রায় নামে এক যুবককে আটক করে। তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে এন সি সি থানার পুলিশ। এন সি সি থানার ওসি সুশান্ত দেব জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয় এবং টুনটুন রায় নামে ব্রাউন সুগার বিক্রয়তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আটক করা যুবকের কাছ থেকে ৩০০ কোটা ব্রাউন সুগার এবং ১০০০ খালি কোটা উদ্ধার করে পুলিশ। প্রেরণ করা হয় টুনটুন রায় নামে ব্রাউন সুগার বিক্রয়তাকে। উদ্ধার করা ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য হবে আনুমানিক এক লক্ষ টাকা বলেই জানান এন সি সি থানার ওসি।

চাকরি-হারা শিক্ষকের বাড়িতে দুর্বৃত্তের হামলা

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : রাজধানীর পূর্ব চানমারি এলাকার বাসিন্দা চাকরি-হারা শিক্ষক সঞ্জিত লোধ। মঙ্গলবার রাতে বোকা শাসক দলের দুর্বৃত্তরা তার বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। অসহায় শিক্ষক এদিন বাড়ির সামনেই রাস্তার পাশে বসে সংবাদ মাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে জানান ২ মার্চ ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে তার বাড়িতে লাগাতার আক্রমণ সংগঠিত হয়ে চলেছে। কারো কোন ক্ষতি না করলেও একটাই অপরাধ তাঁর পরিবার সিপিআইএম সমর্থক। তাই এভাবে লাগাতার সন্ত্রাসে ব্যতিবাস্ত গোটা পরিবার। চাকরি চলে যাওয়ার পর অন্যের ভাড়া অটো চালিয়ে জটিল রোগে আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা এবং পরিবারের শিশু কন্যাদের পড়াশোনার চালিয়ে যাচ্ছেন চাকরি হারা এই শিক্ষক। বাড়ির সামনে রয়েছে হাড কাঁপা বৃদ্ধ পিতার চায়ের দোকান। ভোটের ফলাফলের পর থেকে লাগাতার সন্ত্রাস সংঘটিত হলেও কিন্তু মঙ্গলবার তার বৃদ্ধ বাবার দোকানে এবং বাড়ির বসত ঘরে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। পুলিশকে জানিয়েও সূচ্য বিচার পাচ্ছে না গোটা পরিবার। শেষ পর্যন্ত বুধবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাস্তায় বসেছেন চাকুরির হারা শিক্ষক সঞ্জিতের পরিবার।

সম্মানিত কবি অংশুমান চক্রবর্তী



ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : ৮ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার শহরে রাসমোলা ময়দানে তোষা সাহিত্য সংস্থা আয়োজিত আন্তর্জাতিক লিলি ম্যাগাজিন মেলা ও সাহিত্য কার্নিভালে কবি-সম্মাননা প্রদান করা হয় বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক অংশুমান চক্রবর্তীকে। তাঁর হাতে সম্মাননা তুলে দেন কবি সুবীর সরকার এবং তোষা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুজয় নিয়োগী। পরে অংশুমান চক্রবর্তী লিলি ম্যাগাজিন বিষয়ক আলোচনা ও কবিতাপাঠে অংশ নেন।

অপহৃত নাবালিকা উদ্ধার করল পুলিশ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : লেফুঙ্গা থানায় বানুটিয়ার তালতলা এলাকা থেকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে সালেমা থেকে আনা এক নাবালিকা উদ্ধার করে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যা রাতে নাবালিকাকে উদ্ধার করে বানুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্ত তপন সরকারকে পায়নি পুলিশ প্রায় দু-তিন দিন আগে সালেমা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয় নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেই ঘটনা ভিত্তিতে মোহনপুরে এসডিপিওকে বার্তা পাঠানো হয় সালেমা থানা থেকে। সে বার্তা রেস ধরেই বানুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ তালতলা এলাকা থেকে উদ্ধার করে নাবালিকাকে। বানুটিয়া ফাঁড়ির ওসি সঞ্জয় দেববর্মা বলেন অভিযুক্ত তপন সরকার বিয়ের প্রলোভন দিয়ে এই নাবালিকাকে তার বাড়িতে এনে রেখেছিল। পুলিশ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ি থেকে এই নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর মেয়েকে বিয়ে করার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছিল লম্পট তপন সরকার। যদিও পুলিশ সঠিক সময়ে এসে এই নাবালিকাকে উদ্ধার না করতে তাহলে তাকে বিয়ের পিঠিতে বদলানো থেকে আটকানো প্রায় অসম্ভব ছিল বলা যায়। স্থানীয়দের দাবি অভিযুক্ত তপন সরকারের

নাবালিকা অপহরণে জনতার হাতে আটক অসমের দুই যুবক, পলাতক অন্য দুই সহযোগী

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ১২ এপ্রিল (হি.স.) : নাবালিকা অপহরণে গ্রামবাসীদের হাতে আটক হয়েছে অসমের দুই যুবক। সাথে একটি গাড়িও আটক করা হয়েছে। কিন্তু অপহরণকাণ্ডে সহযোগী অপহরণ দুই যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনা ধর্মনগর মহকুমার চুরাইবাড়ি থানায় ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় সংগঠিত হয়েছে। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ এসে ০১ এফবি ৪৭২২ নম্বরের একটি ব্যক্তিগত গাড়ি করে আসাম থেকে দুই যুবক এক চৌদ্দ বছরের নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করতে ফুলবাড়ি গ্রামে এসেছিল। সেই সময় তাদের এই অপহরণ কাণ্ডে সঙ্গ দিয়েছিলেন স্থানীয় দুই যুবক। তবে গ্রামবাসীরা বিষয়টি বুঝতে পেরে অপহরণকারী দুইজনকে হাতে নাতে আটক

করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু, স্থানীয় দুই যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তবে, অপহরণে ব্যবহৃত তাঁদের গাড়িটি আটক করেছেন স্থানীয় জনগণ। ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকাঙ্গি থানার অন্তর্গত বাপ্তকোণা এলাকার বাসিন্দা এজমল হোসেন ও লিলাম বাজার থানার অন্তর্গত কেউটকোণা এলাকার বাসিন্দা নাজিম উদ্দিন। তাদেরকে স্থানীয় গ্রামের চার নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুই যুবক শাহীম আহমেদ (১৮) এবং সামসুদ্দিন (১৮) এই অপহরণকাণ্ডে সহযোগিতা করেছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে তারা পলাতক। রাতেই নাবালিকার পরিবারের লোকজন চুরাইবাড়ি থানায় এসে চার অপহরণকারীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

All Tripura Based retail & wholesale business Network.

AGARTALA, UDAIPUR, KUMARGHAT, DHARMANAGAR (Opening Soon)

Distributor : LG ELECTRONICS PVT. LTD. Tripura (S)

9436940366